বিচারবিভাগীয় সংস্কারের প্রতিবাদে মেক্সিকোতে ব্যাপক বিক্ষোভ

সারে-জমিন

শ্রমিক হত্যায় মুখ্যমন্ত্রী মুখ না খোলায় সমালোচনা

রূপসী বাংলা

দেশে কিছুই বদলায়নি

সম্পাদকীয়

বন্‌ধ প্রত্যাহারের পরও বাসে আগুন ধরাল

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১৮ ভাদ্র ১৪৩১
২৮ সফর, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

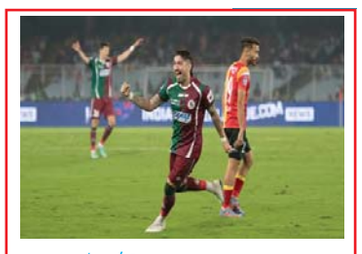

ইস্টবেঙ্গলকে টাইব্রেকারে হারিয়ে জয় মোহনবাগানের

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 239 ■ Daily APONZONE ■ 3 September 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

মসজিদের ভিতরে ঢুকে হামলার হুমকি মহরাষ্ট্রের বিজেপি বিধায়কের

আপনজন ডেস্ক: মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী মহা বিকাশ আঘাদি (এমভিএ) ক্ষমতাসীন মহা ইউতি জোটের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শুরু করার পরেও সোমবার দলের বিধায়ক নীতেশ রানের বিরুদ্ধে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক মন্তব্যের অভিযোগ আনা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে রানেকে বলতে শোনা যায়, রামগিরি মহারাজের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে আমরা আপনাদের মসজিদে ঢুকে এক এক করে মারব। এটা মাথায় রাখবেন। রবিবার আহমেদনগর জেলার শ্রীরামপুর ও তোপখানা এলাকায় হিন্দু সাধু মহন্ত রামগিরি মহারাজের সমর্থনে দুটি জনসভায় ভাষণ দেন রানে। উল্লেখ্য, নাসিকের সিন্নার তালুকের শাহ পঞ্চালে গ্রামের রামগিরি মহারাজ গত মাসে মুহাম্মদ সা.কে নিয়ে উস্কানিমূলক ভাষণ দিয়েছিলেন।

আরজি কর-এর আর্থিক দুর্নীতি মামলায়

প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করল সিবিআই

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: সন্দীপ ঘোষ কে গত ১৬ অগস্ট থেকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করার পর দুর্নীতি মামলায় সোমবার সন্ধ্যায় অবশেষে গ্রেফতার করে সিবিআই। সূত্রের খবর অনুযায়ী সিবিআই তিন সিজিও কমপ্লেক্স থেকে সন্দীপ ঘোষ কে নিজাম প্যালেসে নিয়ে যাওয়ার আগেই সেখানে পৌঁছয় সিবিআইয়ের আর্থিক দুর্নীতি তদন্ত টিম। গোটা সিজিও কমপ্লেক্স কে কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতিরিক্ত জওয়ান দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়।সন্দীপ ঘোষকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সোমবার সন্ধ্যায় সিজিও কমপ্লেক্স থেকে তাকে নিয়ে বের হয় সিবিআই টিম। সম্ভবত তাকে নিয়ে যাওয়া হয় নিজাম প্যালেসে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, গত কয়েকদিন ধরে ম্যারাথন জেরাতে বারবার যে বক্তব্য সে পেশ করেছেন তার মধ্যে একাধিক অসংগতি খুঁজে পেয়েছে সিবিআই। একাধিকবার নানা তথ্য তাকে নিয়ে আসতে বলা হয়েছে সিজিও কমপ্লেক্সের সিবিআই দফতরে। যে সকল তথ্য সন্দীপ ঘোষ তথা আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সিবিআই এর কাছে পেশ করেছেন তাতে বিস্তর গরমিল ও জেরায় পেশ করা বক্তব্যের মধ্যে ফারাক খুঁজে পেয়েছে সিবিআই। আর জি কর কাণ্ডে ধর্ষণ ও নিশংসভাবে খুন হওয়া পড়ুয়া তরুণী চিকিৎসকের তদন্তে বেশ কিছু তথ্য সিবিআইকে গোপন করেছে বলে গত কয়েক দিন ধরেই বুঝতে পারছিলেন স্পেশাল সিবিআই টিম। দীর্ঘ সময় ধরে তাকে জেরা করার পর রাতে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিলেও আরজিকর কাণ্ডে প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষের ওপর কড়া নজরদারি চালাচ্ছিল সিবিআই টিম। কার সাথে তিনি কথা বলছেন বাড়িতে যাওয়ার পর তার অন্য কোন মুভমেন্ট থাকছে কিনা সাদা পোশাকে নজরদারি ছিল সন্দীপ ঘোষের ওপর বিগত কয়েক দিন ধরে। শুধু সন্দীপ ঘোষ নয় তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ওপরেও নজর রাখছে সি বি আই টিম। তার ব্যক্তিগত বাউন্সার থেকে শুরু করে গাড়ি চালক সকলকেই জেরা করে সিবিআই টিম। একইসঙ্গে আদালতের অনুমতি নিয়ে পলিগ্রাফ টেস্ট করা হয়। এসবের পর সোমবার সকালে সিজিও কমপ্লেক্সে আসার পর সন্দীপ ঘোষকে টানা ৬ ঘন্টা জেরা করে বক্তব্যে অসঙ্গতি মেলার দরুন তাকে নিয়ে সিবিআই টিম সিজিও কমপ্লেক্স ছেড়ে বের হয়। সূত্রের খবর ,যদি সন্দীপ ঘোষকে সিবিআই টিম গভীর রাতে গ্রেফতার করে তাহলে তাকে মঙ্গলবার আদালতে পেশ করা হবে। এদিকে সন্দীপ ঘোষ কে সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বের করে নিজাম প্যালেসে নিয়ে যাওয়ার আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় নিজাম প্যালেস চত্বর। সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। গত ১৬ অগস্ট থেকে তিরিশ অগাস্ট পর্যন্ত টানা ১৪ বার সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে সন্দীপ ঘোষকে দফায় দফায় জেরা করে সিবিআই। এর মধ্যে একদিন সিবিআই টীম তার বাড়িতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। আর প্রতিদিন সন্দীপ ঘোষ সকালে সিজিওতে এসে একটানা জেরার মুখোমুখি হয়ে রাতে বাড়ি ফিরতেন। রবিবার তাকে ডাকা হয়নি। গত ১৭ আগস্ট সিবিআই দফতরে প্রবেশ করার সময় সন্দীপ ঘোষ সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন তিনি তদন্তে সব রকম সাহায্য করবেন। এর একদিন পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সন্দীপ ঘোষ দাবি করেছিলেন ,তাকে জিজ্ঞাসাবাদ এর জন্য সিবিআই সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকেছে। সাংবাদিকরা তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ভুল লিখছে।

অভিযুক্ত হলেই বুলডোজার দিয়ে বাড়ি ভাঙা যায় না, সাফ জানিয়ে দিল শীর্ষ কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: বেশ কয়েকটি রাজ্যে কর্তৃপক্ষ অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বাড়ি ভাঙার বিষয়টি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বেছে নিচ্ছে, এমন উদ্বেগ নিরসনে সোমবার সর্বভারতীয় নির্দেশিকা তৈরির অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট।
বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ বিভিন্ন রাজ্যে বুলডোজার অ্যাকশনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা একগুচ্ছ পিটিশনের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনো ব্যক্তি কোনো মামলায় অভিযুক্ত হলে কিংবা দোষী সাব্যস্ত হলেও তাঁর ঘরবাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা যায় না। উভয় পক্ষকে খসড়া প্রস্তাব জমা দিতে বলেছে যা আদালত সর্বভারতীয় নির্দেশিকা তৈরি করতে বিবেচনা করতে পারে।
বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষ করে বিজেপিশাসিত উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে ফৌজদারি অপরাধের সঙ্গে জড়িত বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বাড়ি বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নামই হয়ে গেছে 'বুলডোজার বাবা'। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্যে রাজ্যে বেছে বেছে তাদের ঘরবাড়িই ভাঙা হয়, যারা রাজনৈতিকভাবে

বিজেপির বিরোধী কিংবা মুসলমান। এ প্রবণতার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়। সেই মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি সোমবার সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে মনে করিয়ে দেন, এ ধরনের বিচার অন্যায়। প্রশ্ন তোলেন, কীভাবে একটি বাড়ি কেবল অভিযুক্ত হওয়ার কারণে ভেঙে ফেলা যেতে পারে? তারপর বলেন, দোষী সাব্যস্ত হলেও তা ভাঙা যাবে না। কোনো একজনের অপরাধের শাস্তি পরিবারের সবাইকে দেওয়া যায় না।
সলিসিটর জেনারেল এজলাসে বলেন, বুলডোজার নীতি শুধু অবৈধ নির্মাণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। আদালতে বিষয়টির অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে।বিচারপতিরা বলেন, তাঁরা অবৈধ নির্মাণের পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন না। যে নির্মাণ রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করে, তা মন্দির নির্মাণও হতে পারে, অবশ্যই ভেঙে দেওয়া দরকার। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়।
এই মামলায় দিল্লির জাহাঙ্গিরপুরীতে ২০২২ সালের একটি ধ্বংস অভিযানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পিটিশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পরে স্থগিত ছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ বৃন্দা কারাট উত্তর দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।
জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দের পক্ষে উপস্থিত সিনিয়র অ্যাডভোকেট দুষ্মন্ত দাভে সি ইউ সিং বলেন, ২০২২ সালের এপ্রিলে দিল্লির মুসলমান-অধ্যুষিত এলাকা জাহাঙ্গীরনগরের ধ্বংসযজ্ঞের উদাহরণ দেন। তারা বলেন, ৫০-৬০ বছর আগে তৈরি বাড়িও বুলডোজার চালিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই বাড়ির ছেলে বা ভাড়াটে কোনো অপরাধের সঙ্গে যুক্ত বলে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাড়া নেওয়া বাড়িও ভেঙে দেওয়া হয়েছে।
আইনজীবীরা বলেন, রাজস্থানের উদয়পুরের এক স্কুলছাত্রের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ছাত্রটির বিরুদ্ধে অভিযোগ সহপাঠীকে ছুরি মারার। ছেলের অপরাধের শাস্তি পরিবারের সবাইকে ভোগ করতে কেন হবে, সে প্রশ্ন বিচারপতিরা তোলেন। বিচারাধীন বিষয়ে কাউকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাজ্য সরকারের থাকতে পারে কি না, সে প্রশ্নও উঠেছে।
এ মামলার পরবর্তী শুনানি ১৭ সেপ্টেম্বর। এর আগে এ বিষয়ে সব পক্ষকে মতামত জানাতে হবে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

মহিলা সুরক্ষায় মালদায় প্রচার শুরু জামায়াতে ইসলামির

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: দেশ জুড়ে মহিলাদের নিরাপত্তার দাবি তুলে মাসব্যাপী সর্বভারতীয় প্রচারাভিযান পশ্চিমবঙ্গ জামাআতে ইসলামী হিন্দের। নৈতিকতাই স্বাধীনতার ভিত্তি এই স্লোগানকে সামনে রেখে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সর্বভারতীয় স্তরে প্রচারাভিযান চালানো হবে পশ্চিমবঙ্গ জামাআতে ইসলামী হিন্দ,সংগঠনের পক্ষ থেকে। সোমবার দুপুরে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয় মালদা প্রেস কর্নারে। এই বৈঠকে বলা হয় - দেশ জুড়ে মহিলাদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার দাবিতে একমাস ধরে চলবে তাদের প্রচার।
সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের মালদা জেলা সভানেত্রী নিলুফা ইয়াসমিন, সহ-সভানেত্রী রুনা লায়লা, প্রাক্তন সভানেত্রী জয়নাব আরা খাতুন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। দেশজুড়ে এক অভিনব ক্যাম্পেইন চালাবে জামাতে ইসলামী হিন্দ। ১ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা মাসব্যাপী সব রাজ্যে এই সময়োচিত প্রচারাভিযান চলবে বলে জানান সংগঠনের সভানেত্রী নিলুফা ইয়াসমিন।

রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পাশে ‘প্রত্যাশা’

জাকির সেখ ● করিমপুর

আপনজন: নদিয়া জেলার করিমপুরের বারবাকপুর গ্রামের বাসিন্দা আলী হোসেন সরদার দীর্ঘদিন থেকে রোগে আক্রান্ত হয়ে আর্থিক ভাবে খুব অসহায় হয়ে পড়েছিলো। আলী হোসেন সরদারের স্ত্রী প্রত্যাশা ফাউন্ডেশনের সদস্য সোহেল মোল্লাকে বিষয়টি জানান। তিনি ফাউন্ডেশনের সভাপতি রাজীব শেখ ও রসিম শেখের সাথে বিষয়টি আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে প্রত্যাশা ফাউন্ডেশন দায়িত্ব নিয়ে আর্থিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ফাউন্ডেশনের সদস্য রসিম শেখ জানান যে, আলী হোসেন সরদারের হাতে যে টাকা গুলো তুলে দিলাম সেগুলোর ৯৫% সোশ্যাল মিডিয়া থেকে এসেছে। যারা আমাদের ফাউন্ডেশনের উপর আস্থা রেখে অনলাইনের মাধ্যমে টাকা পাঠিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

বালিতে ফাঁকা বাড়িতে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: পুজোর আগে এবার দু:সাহসিক চুরির ঘটনা ঘটলো হাওড়ার বালি থানা এলাকায়। রবিবার ওই ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে বালির মহেন্দ্র বাগচি রোডের একটি দোতলা বাড়ির একতলায় ঘরের জানালার গ্রিল কেটে প্রায় লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না ও নগদ চুরি করে পালায় দুষ্কৃতী দল। ঘটনার তদন্ত নেমেছে বালি থানার পুলিশ। এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কেউ ধরা পড়েনি।

রাজ্য সরকার চাকরি দিচ্ছে নিহত পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রীকে

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: হরিয়ানায় কাজে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে বাসন্তীর যুবক পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মল্লিকের। গত ২৭ আগস্ট এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল। গো মাংস রানান করেছেন সাবির, এই সন্দেহে তাঁকে পিটিয়ে খুন করে হরিয়ানার গো-রক্ষা কমিটির লোকজন। সেই ঘটনা নিয়ে হরিয়ানা সরকারের কোন হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে অসহায় পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়ান হয়েছে। ইতিমধ্যে অসহায় পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে শাসক দলের সূত্রে খবর। ইতিমধ্যে তিনি সেই নির্দেশ দেওয়ার পরেই পরিবারের কাছে সাবির মল্লিকের স্ত্রীর বায়োডাটা চাওয়া হয়েছে। সোমবার মৃত পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মল্লিকের স্ত্রী সাকিলা বিবি ও তাঁর আত্মীয় স্বজনরা কলকাতায় এসে মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়ির কার্যালয়ে সেই বায়োডাটা জমা করেছেন। শুধু বায়োডাটাই নয়, সাকিলা বিবি তাঁর স্বামীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা এবং পরিবারের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে একটি দরখাস্তও দেন মুখ্যমন্ত্রীকে। ঘটনা প্রসঙ্গে বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি প্রথম থেকেই এই ঘটনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ওই অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা করেছিলেন তিনি। যেদিন মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ বাড়িতে আসে,সেদিনই তিনি ওই পরিবারের একজনকে যাতে সরকারি চাকরি দেওয়া যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মতো ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এবং পুলিশ প্রশাসন কাজ শুরু করেন।এটা নিশ্চিত রাজ্য সরকারে মানবিক ভূমিকার জন্য মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী সরকারি চাকরি পেতে চলেছেন।’

ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে শিক্ষকের বিরুদ্ধে চরম বিক্ষোভ

আসিফা লস্কর ● সাগর

আপনজন: আরজিকর আবহের মধ্যেই ক্লাস সেভেনের নাবালিকা ছাত্রীর শ্লীলতা হানির অভিযোগ উঠল স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে। শিক্ষকের অপসারণের দাবিতে স্কুলের গেটে তালা দিয়ে প্লাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে অভিভাবকেরা। স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না কোন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে। ঘটনায় রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে স্কুল চত্বর। স্কুল গেটের সামনে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দফায় দফায় চলছে ধস্তাধস্তি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরের বামনখালী এমপিপি উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘটনা। এই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর এক নাবালিকা ছাত্রীর শ্লীলতা হানির অভিযোগ উঠল স্কুলের সহকারী শিক্ষক প্রকাশ জানার বিরুদ্ধে। নাবালিকা ওই ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় গত শুক্রবার স্কুল চলাকালীন স্কুলের মধ্যে ওই অভিযুক্ত শিক্ষক নাবালিকা ছাত্রীকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করে এবং নাবালিকা ওই ছাত্রের শ্লীলতা হানি করে। এরপরেই নাবালিকা ওই ছাত্রী বাড়িতে গিয়ে মায়ের কাছে সমস্ত কথা জানায়।
পরে পরিবারের লোকজন এবং গ্রামবাসীরা স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকে বিষয়টি জানায়।
অভিযোগ, নাবালিকা ঐ ছাত্রীর পরিবারের তরফে যাতে পুলিশের কাছে কোনো রকম অভিযোগ না করা হয় তার জন্য রাতের অন্ধকারে নাবালিকা ছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে বারে বারে হুমকি দিচ্ছেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক।
আজ অভিযুক্ত শিক্ষক সহ স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের অপসারণ, শিক্ষকের কঠোর শাস্তির দাবিতে এবং স্কুলের সকল ছাত্রীদের নিরাপত্তার দাবিতে স্কুল গেটে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে অভিভাবক এবং গ্রামবাসীরা।
ঘটনায় যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে গঙ্গাসাগরের বামনখালী এমপিপি উচ্চ বিদ্যালয় চত্বর।

বেডস-এর মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা দিল ২৫ হাজার

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: ‘বেডস’ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আয়োজিত সারা বাংলা ট্যালেন্ট হান্ট স্কলারশিপ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল রবিবার । জানা গিয়েছে রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি থেকে ওই পরীক্ষায় প্রায় ২৫ হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এ দিন সুষ্ঠুভাবেই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান সংস্থার প্রধান সাহাজান মন্ডল । সমগ্র পরীক্ষা ব্যবস্থাপনাটি সম্পন্ন করতে সংস্থার পক্ষ থেকে আলফাজ হোসেন, অসীম বিশ্বাস, কাইচ খান, মনিকা মন্ডলরা বিশেষ ভুমিকা রাখেন। সাহাজান মন্ডল বলেন, আগামী ১৫ই ডিসেম্বর ফল প্রকাশ করা হবে এবং ১৯শে জানুয়ারি পরীক্ষায় সফল কৃতীদের সংবর্ধনা ও স্কলারশিপ প্রদান এবং পুরস্কার বিতরণ করা হবে ।’ রাজ্য জুড়ে অনুষ্ঠিত ট্যালেন্ট হান্ট স্কলারশিপ পরীক্ষার কন্ট্রোলার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অর্চন কান্তি দাস বলেন, শহর থেকে গ্রাম প্রত্যেকটি স্কুলের প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। মেধার বিকাশে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অনুপ্রাণিত করতে ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা ।

বিধানসভায় নয়া আইনের বিল পেশ করবেন আইন মন্ত্রী মলয়

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় যে বিলটি আনা হচ্ছে তার নাম দেওয়া হয়েছে “অপরাজিতা ওমেন চাইল্ড (ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল” অ্যামেনমেন্ট) বিল ২০২৪।” বিলটি বিধানসভায় পেশ করবেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক।ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার, যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ ও গণধর্ষণ সংক্রান্ত যে আইন রয়েছে, বাংলার ক্ষেত্রে তার কিছু সংশোধন আনা হচ্ছে। চটজলদি বিচারের জন্য শুধুমাত্র বাংলার ক্ষেত্রে কয়েকটি ধারা যোগ করা হচ্ছে। নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশ তৈরির জন্য,তাই বেশ কিছু বিধি যোগ হচ্ছে। দ্রুত বিচারের বিধান যাতে হয়। ডেডিকেটেড বিশেষ আদালত। ডেডিকেটেড তদন্তাকারী দল। এই তদন্তকারী দলকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে নতুন আইনে।
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। নূন্যতম সাতদিনের মধ্যে শেষ করতে হবে গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে। এটা আগে ছিল নূন্যতম এক মাস। যেখানে মূল আইনে এক বছরের মধ্যে শাস্তি দেওয়ার কথা ছিল। সেটা সংশোধন করে এক মাসের মধ্যে করতে বলা হয়েছে নতুন আইনে। মূল আইনে কোনও থানায় ঘটনা নথিভুক্ত করার পর সেটা দুই মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করার কথা ছিল। সেটা ২১ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে সংশোধনীতে আছে। যদি কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় ২১ দিনে তদন্ত শেষ করতে পারছে না। সেটা ১৫ দিন অতিরিক্ত সময় দিতে পারবে। তবে সেটি জেলা পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কাউকে দায়িত্ব দিতে হবে।
ধর্ষণে শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও জরিমানা অথবা মৃত্যু হবে।গণধর্ষণের ক্ষেত্রে জরিমানা ও আমৃত্যু কারাদন্ড ও মৃত্যু দন্ড হতে পারে।
ধর্ষণের অভিযোগের পাশাপাশি, ধর্ষণকারীর দ্বারা আঘাতের কারণে মৃত্যু হলে অভিযুক্তের মৃত্যুদন্ড ও জরিমানা যাতে হয় সে কথা নতুন আইনে উল্লেখ থাকবে।কোমায় চলে গেলে এখানেও মৃত্যুদন্ড ও জরিমানা যাতে হয় সে বিষয়টি থাকবে।সব মামলা হবে জামিন অযোগ্য ধারায়। দুদিনের বিধানসভার এই বিশেষ অধিবেশনে নতুন আইন পাস করার পর তা অনুমোদনের জন্য রাজ্য পাঠাবে রাজ্যপাল তথা দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির কাছে।

প্রায় দিন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ থাকায় বিক্ষোভ অভিভাবকদের

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: প্রায়দিন বন্ধ রাখা হয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। এমনকি কেন্দ্র খোলা থাকলেও মেলে না শিশুদের পুষ্টিকর আহার। তাই সোমবার সাত সকালেই বড়ঞা থানার ৬৩ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিক্ষোভ দেখালেন বাসিন্দারা। প্রায় দুইঘন্টা বিক্ষোভের পর সেখানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা এসে কেন্দ্র খুলে দেন। যা নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সাত সকালেই ওই কেন্দ্রে শতাধিক মহিলা এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, সপ্তাহের অন্তত চারদিন কেন্দ্র বন্ধ রাখা হয়। ওই চারদিন শিশুদের কোন পুষ্টিকর খাবার মেলেনা। আবার বাকিদিন গুলি কেন্দ্র খোলা থাকলেও ঠিকমত খাবার মেলে না। শুধুমাত্র খিচুরি ছাড়া অন্য কোন খাবার দেওয়া হয় না। খিচুরিতে আবার এতটাই জলের পরিমাণ বেশি থাকে যে শিশুরা তা মুখেও তুলতে পারে না। বিক্ষোভকারি আসিয়া বিবি বলেন, প্রায়দিন এখানে আসি আর সেন্টার বন্ধ দেখে বাড়ি ফিরে যায়। বন্ধের কারণ জীজ্ঞাসা করলেই আমাদের কটু কথা শুনতে হয়। শিশুদের পড়াশুনাও একেবারে হয় না। অপর বিক্ষোভকারি সারজিনা বিবি বলেন, সেন্টারের দিদিমণিদের কোন কথা বলার উপায় নেই। উনাদের প্রতিবাদ করলে বলেন বিডিওকে অভিযোগ জানাও। আমরা ইচ্ছেমত সেন্টার খুলব। যদি কিছু করার থাকে তো করেও। এদিকে এদিন সকাল ১০টা বেজে গেলেও সেন্টার তখনও বন্ধ রাখা হয়। সেন্টারের প্রধান গেটে তখনও তালা ঝুলছে। এমন সময় সেখানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মি শওজানারা খাতুন আসেন। তিনি পৌঁছান মাত্রই বিক্ষোভ মুখে পড়েন। তিনি বলেন, আমি দেরিতে এলেও সহায়িকার কাছে সমস্ত সরঞ্জাম রেখে যায়। ওর কাজ হল সকালে এসে রান্না চাপিয়ে দেওয়া। কিন্তু প্রায়দিন সহায়িকা আসেনা। তবে আমি চেষ্টা করি যাতে প্রতিদিন সেন্টার খোলা থাকে। এদিনও সেন্টার বন্ধ থাকলেও আমি এসে খুলে দিয়েছি। যদিও সহায়িকা জানেরা বিবি বলেন, আমার কোন দোষ নেই। সেন্টার খোলার কথা দিদিমণির। আমার রান্না করার কথা। উনি আসেননা বলেই সেদিন রান্না হয় না। কাজেই রান্না না হলে ঝাগমেলা হবে। সেই কারণেই সেন্টার বন্ধ রাখা হয়।
যদিও স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সেন্টারের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকার মধ্যে ঝামেলার জেরেই এখানে অচলাবস্থা চলছে।
দুইজনের মত পার্থক্যের জন্য দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন শিশু ও তাঁদের অভিভাবকরা। অবিলম্বে প্রশাশনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। বড়ঞা বিডিও গোবিন্দ দাস ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

বাঙালি শ্রমিক হত্যায় মুখ্যমন্ত্রী মুখ না খোলায় সমালোচনা নওশাদের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাইজিদ মণ্ডল ● বাসন্তী

আপনজন: হরিয়ানায় গো মাংস খাওয়ার অভিযোগ তুলে গোরক্ষকরা পিটিয়ে খুন করে সুন্দরবনের বাসন্তীর পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মল্লিক। সোমবার বাসন্তীর বল্লারটোপ গ্রামে নিহত সাবির মল্লিকের বাড়িতে যান। সেখানে তিনি পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন। সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানিয়ে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি পরিবারের পাশে থাকারও আশ্বাস দেন। নওশাদ সিদ্দিকী রাজ্য সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সব বিষয়েই তো মন্তব্য করেন। কিন্তু কয়েকদিন কেটে গেলেও এই গরিব মুসলমান যুবকটির জন্য তিনি কোন সমবেদনা জ্ঞাপন করেননি। টুইট বা প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই ঘটনা নিয়ে মুখ খোলেননি।
নওশাদ আরও বলেন, তিন লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে শুনছি। কিন্তু টাকাটা কে দিলেন, সেটা পরিষ্কার নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারিভাবে এখনো কোনো অনুদান ওই পরিবারকে দেয়নি। চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু কি চাকরি দেওয়া হবে তা স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে না। এর পাশাপাশি হরিয়ানা সরকারের কাছে তদন্ত প্রক্রিয়া কেমন চলছে তার জন্য জানতে প্রতিনিধি দলও পাঠায়নি। সরকারের শ্রম দফতর হাত গুটিয়ে বসে আছে কেন, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি।
নওশাদ আরও বলেন, আইএসএফের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে সরকারকে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নওশাদ দাবি করেন, বিধানসভায় তিনি নিজে আওয়াজ তুলেছিলেন বলে পরিযায়ী শ্রমিকদের আলাদা বোর্ড তৈরি হল। সেই বোর্ডের ভূমিকা কি? বোর্ড তার ভূমিকা পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে তিনি মন্তব্য করেন।
অন্যদিকে, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করে নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, হরিয়ানায় গো মাংস নিষিদ্ধ। মুসলমান বাস করেন মাত্র পাঁচ শতাংশ। সেখানে গোমাংস কোথায় পাওয়া যায়? সেই মাংস খাওয়ার মিথ্যা অজুহাতে এই তরতাজা যুবকটিকে মেরে ফেলা হল। নওশাদ সিদ্দিকী তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে বলেন, মুসলমানদের ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করে ক্ষমতায় থাকবেন অথচ তাদের বিপদের সময় পাশে থাকবেন না। এই ভণ্ডামি বন্ধ করুন। রাজ্য বিজেপিকেও তিনি এক হাত নিয়ে বলেন, বিভেদকামী রাজনীতি এই বাংলার মাটিতে করা থেকে বিরত থাকুন। বিজেপির ভণ্ডামির রাজনীতি শেষ করতে হবে। নওসাদ সিদ্দিকী বলেন, নিহত সাবির মল্লিকের একটি দুই বছর বয়সের শিশু কন্যা রয়েছে। পরবর্তী কালে এই পরিবার চাইলে এই শিশুর যাবতীয় পড়াশোনার খরচ আইএসএফের প্রতিষ্ঠাতা আব্বাস সিদ্দিকী বহন করবেন বলে ঐ পরিবারকে জানানো হয়েছে।

কুকুর বাঁচাতে গিয়ে যাত্রী বোঝাই অটো উল্টে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাসনাবাদ

আপনজন: কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে যাত্রী বোঝাই অটো উল্টে গেল মৃত ১ আহত ৫। রাস্তার উপর জলের পাইপ ফেলে অবরোধ বিক্ষো । ঘটনাস্থলে পুলিশ।
উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার বরুনহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবলাতলা এলাকার ঘটনা। হিঙ্গলগঞ্জ ও হাসনাবাদ রোডে যাত্রীবোঝাই অটো থেকে হাসনাবাদের দিকে যাচ্ছিল সেই সময় সামনে একটি পুকুর পরে তাকে বাঁচাতে গিয়ে যাত্রী বোঝাই অটো উল্টে যায় । তার তলায় চাপা পড়েন বছর পঞ্চাশের সেরিনা বিবি। তাঁর মৃত্যু হয়। জখম মোট পাঁচজন। তাদেরকে উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে । এদের মধ্যে দুজন শিশু কন্যা রয়েছে । এই ঘটনা রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাসনাবাদে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নাবালিকাকে অপহরণ লোকপুরে!

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: টিউশনি যাবার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় এক নাবালিকা কিশোরী ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটে শনিবার। বাড়ির লোকজন খোঁজ খবর করেও কোন সন্ধান না পেয়ে অবশেষে গত ১ লা সেপ্টেম্বর লোকপুর থানায় এবিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। লোকপুর থানার পুলিশ ফেসবুক প্রোফাইল ঘেটে সন্দেহজনক ছেলেটির ঠিকানা সংগ্রহ করে। এরপর পুলিশ মোবাইল লোকেশন ধরে ছেলের বাড়ি পুরুলিয়া জেলার নিতুড়িয়া থানার মহুদা গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হন। অপহরণের অভিযোগের ভিত্তিতে লোকপুর থানার পুলিশ পুরুলিয়া জেলার স্থানীয় থানার সহযোগিতা নিয়ে ছেলের বাবা শুধাংসু ধীবরকে(৫২) আটক করে আনেন। সেই জেরে ছেলে লোকনাথ ধীবর(২৪) সহ নাবালিকা লোকপুর থানায় সেরেন্ডার হয় বলে সূত্রের খবর।

কারখানা সূচনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল শ্রমিকের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: উদ্বোধনের ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই দুর্ঘটনায় এক শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো মেজিয়া এলাকায়। নবনির্মিত ওই কারখানায় রবিবার কাজ করার সময় শিবরাম পরিমানিক নামে এক ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। মৃতের বাড়ি শালতোড়ার কেচকা গ্রামে। সূত্রের খবর, শনিবার মেজিয়ার এই কারখানার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরুপ চক্রবর্ত্তী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। ঠিক তার ২৪ ঘন্টার মধ্যে এদিন দুপুরে ওই বেসরকারি ইথানল কারখানায় কাজ করার সময় হঠাৎই দুর্ঘটনা ঘটে। সেই দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ঐ ঠিকা শ্রমিক। আহত শ্রমিককে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাসপাতলে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আর কারখানা উদ্বোধনের পরের দিনেই বড়সড় দুর্ঘটনা নিয়ে শ্রমিক সুরক্ষার বিষয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। এই দুর্ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।তবে এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিক্রিয়া উঠে আসেনি। তবে বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা INTTUC আইএনটিটিইউসি সভাপতি রথীন ব্যানার্জি সঠিক ক্ষতিপূরণ ও শ্রমিক সুরক্ষার দাবী তুলেছেন। অন্যদিকে এদিন বিকেলে ওই কারখানা গেটের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শালতোড়া বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউরী। তাঁর অভিযোগ, কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছেন না।

বাগদায় হজ প্রশিক্ষণ খাদেমুল হুজ্জাজের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাগদা

আপনজন: অল বাংলা খাদেমুল হুজ্জাজ ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব খলিলুর রহমান সাহেবের আহবানে সাড়া দিয়ে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে ২০২৫ র হজের জন্য সচেতনতা শিবির করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে হজের কোটা ১৯ হাজারের বেশি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে তা কখনোই পূরণ করা সম্ভব হয়নি। এ বছর যাতে পূরণ করা সম্ভব হয় বা কাছাকাছি যাওয়া যায় সেই আশা নিয়ে অল বাংলা খাদেমুল হুজ্জাজ ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট নিজেদের সীমিত ক্ষমতা নিয়ে এবং আল্লাহ উপর ভরসা করে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে সংগঠনের সেক্রেটারি মুফতি মুজিবর রহমান সাহেব সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব রমজান আলী মোল্লা সাহেব সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ খলিল মল্লিক সহ সংগঠনের নানা গুরুত্বপূর্ণ সদস্যগণ ও সংগঠনের শুভাকাঙ্ক্ষীরা কোচবিহার থেকে মেদিনীপুর, বনগাঁ থেকে আসানসোল সহ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে হজের সচেতনতার উদ্দেশ্যে শিবির করে বেড়াচ্ছেন। গত আগামী দুসপ্তাহ আরো বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে অল বাংলা খাদেমুল হুজ্জাজ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মাধ্যমে এই শিবির চলবে । হজ সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে জানার জন্য এবং সহযোগিতার জন্য এই সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করার আর্জি জানান সংগঠনের সম্পাদক মুফতি মুজিবুর রহমান। মৌলানা আতিয়ার রহমান, হাজি রবিউল মন্ডল, হাজি নাইয়ার আলম, হাজি আসরাফ, ডা. গোলাম মোস্তফা প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ সদস্যগণ এই সচেতনতা শিবিরের খিদমত করে চলেছেন।

প্রথম নজর

লোহিত সাগরে এবার সৌদি ট্যাংকারে হামলা

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেন উপকূলবর্তী লোহিত সাগরে সৌদি আরবের মালিকানাধীন একটি অপরিশোধিত জ্বালানিবাহী ট্যাংকার ও পানামার পতাকাবাহী একটি জাহাজে হামলা হয়েছে।
সোমবার (২ সেপ্টেম্বর) লোহিত সাগরে ইয়েমেন উপকূলের কাছে এই হামলা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট দুটি সূত্র জানিয়েছে। তবে লোহিত সাগরে সৌদি ট্যাংকার ও পানামার পতাকাবাহী তেলের জাহাজে ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা এই হামলা চালিয়েছে কি না সেটি পরিষ্কার নয়। একাধিক সূত্র বলেছে, আক্রান্ত হওয়ার সময় সৌদির পতাকাবাহী ট্যাংকার আমজাদ এবং পানামার পতাকাবাহী ব্লু লাগুন-১ জাহাজটি পাশাপাশি এলাকায় নোঙর করা ছিল। হামলার শিকার হওয়ার পর সৌদির ট্যাংকারটি তাদের গতিপথে চলছে। তবে এতে বড় ধরনের কোনও ক্ষয়ক্ষতি কিংবা হতাহত হয়েছে কি না তা জানা যায়নি।
ট্যাংকারের আমজাদের মালিক সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি বাহরি এই হামলার বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধের তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স।
সৌদি মালিকানাধীন এই সুপারট্যাংকারের সর্বোচ্চ ২০ লাখ ব্যারেল তেল পরিবহনের সক্ষমতা রয়েছে। পানামার পতাকাবাহী জাহাজ ব্লু লাগুন-১ এর গ্রিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান সি ট্রেড মেরিন এসএরও মন্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। সুয়েজম্যাক্স এই জাহাজের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ১০ লাখ ব্যারেল। একটি সূত্র বলেছে, সৌদির মালিকানাধীন ট্যাংকারটিকে সরাসরি হামলার নিশানা বানানো হয়নি। গত বছরের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এরপর গাজায় বর্বর হামলা শুরু করে ইসরায়েল। ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলের হামলার প্রতিবাদে এডেন ও লোহিত সাগরে ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের মালিকানাধীন জাহাজে গত নভেম্বর থেকে হামলা চালাচ্ছে হুথিরা। হুথিদের ঠেকাতে ইয়েমেনে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য যৌথ হামলা চালালেও; সেগুলো তেমন ফলপ্রসূ হচ্ছে না। হুথিদের হামলার কারণে লোহিত সাগর দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে বিশ্বের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো। বিশ্বে সমুদ্র পথে যত বাণিজ্য হয়, তার ১২ শতাংশই লোহিত সাগর দিয়ে হয়। এদিকে বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে হুথিদের হামলার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে এর অনেক প্রভাব পড়েছে। লোহিত সাগর থেকে মিসরের সুয়েজ খাল হয়ে যেসব জাহাজ ইউরোপে যেত; সেসব জাহাজকে এখন আফ্রিকা ঘুরে গন্তব্যে যেতে হচ্ছে।
ইয়েমেনের শিয়া মুসলিম সংখ্যালঘু জাইদি নামের উপ-সম্প্রদায়ের সশস্ত্র গোষ্ঠী এই হুথিরা।

আদমশুমারিতে কারফিউ জারি করছে ইরাক

আপনজন ডেস্ক: ২৭ বছর পর প্রথমবারের মত আদমশুমারি করা হবে ইরাকে, এর জন্য আগামী নভেম্বরে দুই দিনের জন্য কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির কর্মকর্তারা।
এছাড়া এক বিবৃতিতে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শিয়া আল-সুদানী রোববার জানিয়েছে, জনসংখ্যা শুমারির জন্য আগামী ২০ এবং ২১ নভেম্বর ইরাকের সমস্ত প্রদেশে কারফিউ জারি করা হবে। দেশটির স্থানীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, আদমশুমারির আগে পরিসংখ্যানগত কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য কুর্দিস্তান আঞ্চলিক সরকারের সাথে সমন্বয় চূড়ান্ত করাসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য শ্রেণীকক্ষ এবং যুব কেন্দ্র প্রদানের জন্য একাধিক মন্ত্রণালয় থেকে সহায়তা পাওয়া যাবে। কয়েক দশকের সংঘাত ও সহিংসতার কারণে বিধ্বস্ত দেশ ইরাকে বেশ কয়েকবার আদমশুমারি স্থগিত করা হয়েছে। বিশেষ করে ২০১০ সালে বিতর্কিত অঞ্চল নিয়ে উত্তেজনার কারণেও আদমশুমারি স্থগিত করা হয়েছিল। সর্বশেষ সাধারণ আদমশুমারি ১১৯৭ সালে ১৫টি ইরাকি প্রদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেসময় দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় তিনটি প্রদেশ এই আদমশুমারির বাইরে ছিল। মূলত উত্তরাঞ্চলীয় ওই তিনটি প্রদেশ নিয়ে আধা-স্বায়ত্তশাসিত কুর্দিস্তান অঞ্চল গঠিত। বিক্ষিপ্ত সহিংসতা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও ইরাক সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কিছুটা স্থিতিশীলতার আভাস ফিরে পেয়েছে। আর তাই ২৭ বছর পর আদমশুমারির আয়োজন করতে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি।

বিচারবিভাগীয় সংস্কারের প্রতিবাদে মেক্সিকোতে ব্যাপক বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: প্রস্তাবিত বিচারবিভাগীয় সংস্কারের প্রতিবাদে মেক্সিকোতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেছেন হাজার হাজার মানুষ। এই সংস্কারের ফলে বিচারকদেরও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। সমালোচকদের মতে, এই ব্যবস্থা চালু হলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সঙ্গে সমঝোতা করা হতে পারে। এর ফলে আমেরিকার সঙ্গে মেক্সিকোর সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগ ধাক্কা খেয়েছে। বিচার বিভাগের এই সংস্কার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট আন্দ্রে ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাডোর প্রস্তাব করেছিলেন এবং পরবর্তী প্রেসিডেন্ট যিনি হবেন সেই ক্লাউদিয়া শেইনবামও তা সমর্থন করেছেন। বর্তমানে বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের ফেডারেল জুডিশিয়াল কাউন্সিল নিয়োগ করে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের প্রেসিডেন্ট মনোনীত করেন এবং সিনেট তা অনুমোদন করে। কিন্তু যদি এই সংস্কার চালু হয় তাহলে সাত হাজার বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেট মানুষের ভোটে নির্বাচিত হবেন। কারা প্রার্থী হবেন সেই প্রস্তাব সরকারি প্রশাসন, আইনসভা ও বিচারবিভাগ করবে। প্রস্তাবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা ১১ থেকে কমিয়ে ৯ করা হয়েছে। তাদের কাজের মেয়াদও ১৫ বছর থেকে কমিয়ে ১২ বছর করা হয়েছে। এছাড়া বিচারকদের তত্ত্বাবধানের জন্য নতুন সংস্থা তৈরি করার কথা বলা হয়েছে।
এই সংস্কারের পক্ষে যারা আছেন, তাদের মত হলো- মেক্সিকোতে উচ্চ পর্যায়ের সহিংস অপরাধ থেকে মুক্তি পেতে গেলে এই সংস্কার জরুরি। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বলেছেন, বর্তমানে বিচারবিভাগ মানুষকে পরিষেবা দিতে পারছে না। তারা সংগঠিত অপরাধীদের স্বার্থ দেখছে। কিন্তু বিরোধীদের দাবি, এই ব্যবস্থা চালু করলে পুরো বিচার বিভাগের রাজনীতিকরণ হবে। বিচারবিভাগীয় কর্মীদের ইউনিয়ন বলেছে, এর ফলে শ্রম অধিকার সঙ্কুচিত হবে। তাদের মতে, বিচারকরা নির্বাচিত হলে, তারা বিশেষ স্বার্থ দেখবেন। অপরাধী গোষ্ঠীগুলো বিচারকদের কুক্ষিগত করে ফেলবে। এর বিরোধিতা করে বিচারবিভাগীয় কর্মীরা ধর্মঘটে নেমেছেন।
এদিকে এর ফলে আমেরিকা ও কানাডার সঙ্গে মেক্সিকোর সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও ক্ষুব্ধ।
মেক্সিকোর মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেন সালাজার বলেছেন, এর ফলে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে মেক্সিকোর বাণিজ্যিক সম্পর্ক খারাপ হবে। কারণ, বিনিয়োগকারীদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আস্থা থাকাটা জরুরি।
এর প্রতিক্রিয়ায় মেক্সিকো সরকার বলেছে, আমেরিকা ও কানাডা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চাইছে। তারা এই দুই দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাময়িক বিরতি চায়। মেক্সিকোর পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

মার্কিন প্রযুক্তিমুক্ত হতে চায় চিন

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থনীতির দেশ চীন মার্কিন প্রযুক্তিখাতের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হতে চায়। সে কারণে অন্য অনেক বিষয়ের মতো দেশটির সরকারি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ আর বিদেশি হার্ডওয়্যার ব্যবহার করতে চায় না। তবে চীনের সরকারি কর্তৃপক্ষ এখনও পশ্চিমের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। চীনা পণ্য দিয়ে এসব প্রতিস্থাপনকে গুরুত্ব দিচ্ছে দেশটি। কিন্তু কেন?
মেরিল্যান্ডের চীন বিশেষজ্ঞ আন্তোনিয়া হামাইদি বলেন, চীন বেশ দীর্ঘ সময় ধরে পশ্চিমা প্রযুক্তি প্রতিস্থাপন করতে চাচ্ছে। বিশেষ করে এডওয়ার্ড স্নোডেনের তথ্য ফাঁস এবং মার্কিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দাগিরি নিয়ে স্নোডেন যা প্রকাশ করেছেন, সেজন্য। কিন্তু কারিগরিভাবে এটা কি সম্ভব? হামাইদি বলেন, বিশেষ করে গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিটগুলো চীনে রপ্তানির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এগুলো হচ্ছে এমন ক্ষেত্র, যা নিয়ে এখনও সমস্যা হতে পারে। পাশাপাশি অবশ্যই চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো চীনা পণ্য বাছাই করতে পারে। এমনকি সেগুলো বিদেশি পণ্যের মতো মানসম্পন্ন না হলেও। আপনি যা করতে চান, সেগুলো করতে পারলে হলো। যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে

প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে? এক শব্দে বললে, টিকটক। মার্কিন সরকারের দাবি, এটিকে অ্যামেরিকান কোম্পানির কাছে বিক্রি করতে হবে। অন্যথায়, তারা অ্যাপটি যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ করার হুমকি দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র চায় না মার্কিনিদের তথ্য চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে যাক। তারপর রয়েছে এনভিডিয়া। মার্কিন নির্মাতাদের তৈরি সর্বাধুনিক এই চিপ চীনে বিক্রি নিষিদ্ধ। মার্কিন কর্তৃপক্ষ চায় না চীনের কাছে এই সর্বাধুনিক প্রযুক্ত পৌঁছাক। কেউ এই নির্দেশনা অমান্য করলে মার্কিন কর্তৃপক্ষের শাস্তির মুখে পড়তে পারে।
ফিউচারুম গ্রুপের চীন বিশেষজ্ঞ ড্যানিয়েল নিউম্যান বলেন, 'চীন যদি মুষ্টিমেয় শতাংশও মার্কিনভিত্তিক সেমিকন্ডাক্টর থেকে নিয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ চীনে তৈরি সম্ভব এমন সেমিকন্ডাক্টর গড়তে পারে, তাহলে তার অর্থ হবে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কোম্পানিগুলোর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় (হারানো)।'
কোনও প্রতিষ্ঠানই চীনের লোভনীয় বাজার হারাতে চায় না। নিউম্যান বলেন, 'অবশ্যই আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মার্কিন কোম্পানিগুলো ধারাবাহিকভাবে মার্কিন সরকার এবং চীনের সাথে ইদুঁর-বিড়াল খেলা খেলছে, যাতে করে তারা নিয়মনীতির ফাঁক গলিয়ে চীনে পণ্য রপ্তানি করতে পারে।
পাশাপাশি এটাও বলতে হবে, ক্রমাগত চাপের কারণে বিষয়টি ক্রমশ জটিলও হয়ে যাচ্ছে।'
ফলে চীন দ্রুত প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসর হতে চায়। দেশটি তার স্টার্টআপগুলোকে কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে, বিশেষ করে বেইজিংয়ের উত্তরে চীনের সিলিকন ভ্যালিতে বিপুল বিনিয়োগ করা হচ্ছে। কারণ, যার তথ্যপ্রযুক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী ভবিষ্যতে তারই সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী থাকবে। ড্যানিয়েল নিউম্যান বলেন, 'আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, তাহচ্ছে চীন উন্নতি করছে। আমরা জানি, তারা এজন্য প্রায় সীমাহীনভাবে বিনিয়োগে আগ্রহী। কারণ, এটি অল্পস্বল্প ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার বিষয় নয়। এটি হচ্ছে, প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাখাতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক নেতৃত্ব নেয়ার ব্যাপার। আগামী দুই বা তিন দশক বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে লড়াই করবে বিভিন্ন অর্থনীতি।'

ফিলিস্তিন নিয়ে এরদোগান ও সিসির সঙ্গে সৌদি যুবরাজের ফোনালাপ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিন পরিস্থিতি নিয়ে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেফ তাইয়্যেপ এরদোগান এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট ফাত্তাহ আল সিসির সঙ্গে পৃথকভাবে ফোনালাপ করেছেন সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। রোববার তাদের মধ্যে ফোনালাপ অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদমাধ্যম আল অ্যারাবিয়ার খবরে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের এই তিন প্রভাবশালী নেতা ফিলিস্তিনে চলমান 'গণহত্যা' ও অন্যান্য আঞ্চলিক সমস্যা নিয়ে কথা বলেছেন। ফোন কলে এরদোগানের সঙ্গে সৌদি যুবরাজ বলেন, ফিলিস্তিনে আগ্রাসন বন্ধে আবার ও ইসলামিক দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং জনগণের ওপর ভয়াবহ হামলা বন্ধে চাপ প্রয়োগ করতে হবে বলে জানান। ফাত্তাহ আল সিসির সঙ্গে ফোনালাপে ক্রাউন প্রিন্স বলেন, ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের অভিযান বন্ধ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ তারা একের পর এক ফিলিস্তিনিদের ওপর আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরায়েল। ১০ মাসেরও বেশি সময় চলমান ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ৪০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আহত হয়েছেন ৯৪ হাজারের বেশি মানুষ।

তেলাপিয়ার বিস্তার ঠেকাতে মরিয়া থাইল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: তেলাপিয়া মাছ ছড়িয়ে পড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশ। আর এ জন্য এ মাছ নির্মূলে উঠেপড়ে লেগেছে থাইল্যান্ড সরকার। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, ব্ল্যাকচিন তেলাপিয়া নামের এই প্রজাতি থাইল্যান্ডের অন্তত ১৭টি প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই মাছ অন্যান্য ছোট মাছ, কুচো চিংড়ি ও শামুক, লার্ভা খেয়ে ফেলছে, যেগুলো থাইল্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ পণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। দেশটিতে এগুলোর বাণিজ্যিক চাষাবাদ হয়ে থাকে। সেই ব্যবসার ব্যাপক ক্ষতি করছে তেলাপিয়ার এই প্রজাতি।
পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর তেলাপিয়ার এই জাত কীভাবে এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, তার কারণ খুঁজে বের করতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে থাইল্যান্ডের পার্লামেন্ট। ব্যাংককের একজন আইনপ্রণেতা নাত্তাচা বুনচাইনসাওয়াতের মতে, ব্ল্যাকচিন তেলাপিয়ার প্রাদুর্ভাবের কারণে থাইল্যান্ডের অর্থনীতিতে অন্তত ২৯৩ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ দাঁড়ায় সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার বেশি। নাত্তাচা বুনচাইনসাওয়াত বলেন, আমরা একটি বিধ্বস্ত ইকোসিস্টেম পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যাব না। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় কমিটি গঠনের পাশাপাশি ব্ল্যাকচিন তেলাপিয়ার বংশবিস্তার রোধে নদী ও জলাশয়ে ভেটকি ও মাগুরের মতো বিভিন্ন শিকারি মাছ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় বাসিন্দাদেরও ব্ল্যাকচিন তেলাপিয়া ধরতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে এ মাছ ধরলে কেজিপ্রতি দ্বিগুণ দাম দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। পানিতে নেমে মাছটি তুলে নেয়ার পাশাপাশি জেনেটিক পরিবর্তনের মাধ্যমেও এটিকে নিয়ন্ত্রণে আনার ওপর জোর দিচ্ছেন কর্মকর্তারা। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, বর্তমানে এক কেজি তেলাপিয়া ধরতে পারলে ওই ব্যক্তিকে সরকারিভাবে ১৫ বাথ (৫২ টাকা) দেওয়া হয়। তবে থাই সরকার এমন একটি মাছের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, যার প্রজনন সক্ষমতা অনেক বেশি। একটি মা তেলাপিয়া একবারে ৫০০টির বেশি মাছের জন্ম দিতে পারে। মাছটির প্রজনন সক্ষমতার বিষয়টি উল্লেখ করে নাত্তাচা বুনচাইনসাওয়াত বলেন, এই মাছের প্রাদুর্ভাব কমাতে আমাদের অত্যন্ত নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। অন্যথায় এ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। থাইল্যান্ডের ওয়ালাইলাক ইউনিভার্সিটির জলজ প্রাণীর জেনেটিকস বিশেষজ্ঞ ড. সুইট উথিসুথিমেথাভি অবশ্য মাছটি পুরোপুরিভাবে নির্মূলের সম্ভাবনা দেখছেন না। তিনি বলেন, আমরা এর পরিসর সীমাবদ্ধ করে দিতে পারব না। কেননা, যখন এটি প্রকৃতিতে থাকে, তখন এর একটি দ্রুত প্রজনন চক্র বিদ্যমান থাকে। এই বিশেষজ্ঞ বলেন, এলিয়েন প্রজাতির (ব্ল্যাকচিন তেলাপিয়া) সমস্যা হচ্ছে, এটি একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তাদের নির্মূল করা খুব কঠিন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে প্রথম অতি ডানপন্থীর জয়

আপনজন ডেস্ক: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে প্রথমবারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য নির্বাচনে জয়ী হয়েছে অতি ডানপন্থী কোনো দল। এই জয় আগামীতে দেশটির জাতীয় নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
রোববারের (১ সেপ্টেম্বর) নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল (মধ্য-ডানপন্থি) ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নের (সিডিইউ) চেয়ে ৯ শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছে অতি ডানপন্থী অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি (এএফডি)। বর্তমান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসের নেতৃত্বাধীন মধ্য-বাম জোটের দলগুলোর খারাপ পারফরম্যান্স সরকারের অভ্যন্তরে উত্তেজনা বাড়ানোর আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য থুরিঙ্গিয়ায় জয়ের পাশাপাশি আরেক রাজ্য স্যাক্সনিতেও এএফডি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। এএফডির জ্যেষ্ঠ নেতা বিজোর্ন হোয়েক বলেন, 'এটি আমাদের জন্য গর্বের। শাসনের দায়িত্ব নিতে আমরা প্রস্তুত।'
বিজোর্ন হোয়েক মূলত অভিবাসী এবং ইসলামের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্যের জন্য পরিচিত। ক্ষমতাসীন দলগুলোর অন্যতম গ্রিন পার্টি নেতা ওমিদ নুরিপুর বলেন, ১৯৪৯ সালের পর প্রথমবারের মতো প্রকাশ্য অতি ডানপন্থী দল একটি রাজ্য সংসদে শক্তিশালী শক্তি হয়ে উঠেছে। এটি গভীর উদ্বেগ ও ভীতির কারণ হয়ে উঠছে। জার্মানির জাতীয় নির্বাচনের এক বছর বাকি থাকলেও এই ফলাফল চ্যান্সেলর শোলৎসের জোটের জন্য কঠিন বার্তা বলে মনে হচ্ছে। যদিও তার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা উভয় রাজ্যের সংসদে থাকার জন্য ৫ শতাংশের ঘর অতিক্রম করেছে। তবে তার জোটের অংশীদাররা আরও পিছিয়ে আছে।

ইসরায়েলজুড়ে ধর্মঘটের ডাক

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলজুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে হামাসের হাতে জিম্মি ব্যক্তিদের পরিবারগুলো। গাজা থেকে জিম্মিদের ফিরিয়ে আনতে হামাসের সঙ্গে চুক্তি করতে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে চাপ দিতে তারা এই ধর্মঘটের ডাক দেয়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৭ মি.

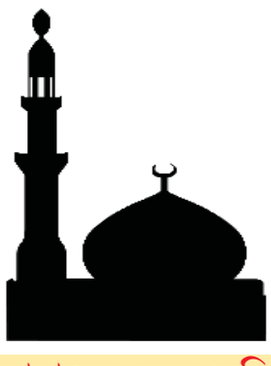

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৮	৫.২০
যোহর	১১.৪১	
আসর	৪.০৫	
মাগরিব	৫.৫৭	
এশা	৭.০৯	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৮	

কিরগিজস্তানে সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ জন নিহত

আপনজন ডেস্ক: কিরগিজস্থানে রোববার ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত ও ছয়জন আহত হয়েছে। দেশটির অভ্যন্তরীণ সড়ক নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের প্রেস সার্ভিস এ কথা জানিয়েছে।
বিশকেক-নারিন-টুরুগার্ট মহাসড়কে স্থানীয় সময় বিকেল ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সেখানে মোট পাঁচটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।
দেশটির মন্ত্রণালয় জানায়, দ্রুতগতিতে চলমান একটি গাড়ির টায়ার ফেটে যাওয়ায় তা প্রথমে একটি মিনিবাসের সাথে এবং পরে অন্যান্য গাড়ির সাথে ধাক্কা খায়।

গাজা যুদ্ধ বন্ধ করতে নেতানিয়াহুর না চাওয়ার নেপথ্যে যে কারণ

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলের সামরিক অভিযান শাখার সাবেক প্রধান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু কেবল রাজনৈতিক কারণেই গাজায় যুদ্ধ শেষ করতে চান না।
সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ফিলিস্তিনের দখলকৃত অঞ্চলগুলোতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নতুন ঢেউ শুরু হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা ও প্রতিরোধকামী সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুদ্ধবিরতি এবং ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্তির জন্য অবিলম্বে একটি চুক্তির দাবি করছে। সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুসারে, ইসরায়েলি শাসনের সামরিক অপারেশন শাখার সাবেক প্রধান বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কর্মক্ষমতার সমালোচনা করে বলেছেন, গাজায় যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার বিষয়ে নেতানিয়াহুর জেদ তাকে নেটজারিম এবং ফিলাডেলফিয়া করিডোরের গুরুত্বকে অতিরঞ্জিত করে তুলেছে। তিনি বলেন, এ অতিরঞ্জনের মাধ্যমে নেতানিয়াহু বন্দিদের বিনিময়ের গুরুত্ব কমানোর চেষ্টা করছেন।
ইসরায়েলের সাবেক এ সামরিক কর্মকর্তার দাবি, নেতানিয়াহু কেবল অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কারণেই যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করতে চান না।

কাবুলে আত্মঘাতী বোমা হামলা, মহিলাসহ ৬ বেসামরিক নিহত

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের রাজধানীতে আত্মঘাতী বোমা হামলা হয়েছে। এতে এক নারীসহ ছয়জন নিহত এবং আরো ১৩ জন আহত হয়েছে। কাবুলের দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকা কালা-ই-বখতিয়ারে স্থানীয় সময় সোমবার বিকেলে এ হামলা হয়। স্থানীয় পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে।
কাবুল পুলিশের মুখপাত্র খালিদ জাদরান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে লিখেছেন, 'আজ (সোমবার) বিকেলে শরীরে বিস্ফোরক পরিহিত এক ব্যক্তি বিস্ফোরণ ঘটায়। দুর্ভাগ্যবশত এক নারীসহ ছয়জন বেসামরিক লোক নিহত এবং ১৩ জন আহত হয়েছে।'
এদিকে এ হামলার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কেউ দায় স্বীকার করেনি। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে বলে মুখপাত্র জাদরান জানিয়েছেন।
২০২১ সালে বিদেশি বাহিনী ও ইসলামী বিদ্রোহীদের মধ্যে দুই দশকের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে আফগানিস্তানে সহিংসতা হ্রাস পেয়েছে। তবে ইসলামিক স্টেট খোরাসান নামে পরিচিত ইসলামিক স্টেটের আঞ্চলিক অধ্যায় আফগানিস্তানে সক্রিয় রয়েছে। তারা নিয়মিত বন্দুক ও বোমা হামলার মাধ্যমে বেসামরিক নাগরিক, বিদেশি ও তালেবান কর্মকর্তাদের লক্ষ্যবস্তু করে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৩৯ সংখ্যা, ১৮ ভাদ্র ১৪৩১, ২৮ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

অনিয়মই নিয়ম

‘আমার এ ঘর বহু যতন করে/ ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।’ ইহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের দুইটি লাইন। মানুষের যখন ঘর থাকে তখন সেই ঘরে দিনে দিনে ধুলোময়লাও পড়ে। এখন কোনো গৃহকর্তা যদি অনেক দিন পর তাহার চতুষ্পার্শ্বের কোনায় কোনায় খোঁজখবর লইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিবেন যে, যেইখানে তিনি হাত দিতেছেন সেইখানেই সমস্যা। সেই যে প্রবাদ রহিয়াছে—সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা? চারিদিকে কেবল সমস্যা, সমস্যা আর সমস্যা। সমস্যা নিরসনে সুবেহ সাদেকে উঠিয়া গৃহকর্তা যদি আবর্জনার পরিমাপ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এক পর্যায়ে তাহার মাথা মরুতপ্ত উষ্ণ দিনের মতো ক্রমশ গরম হইতে হইবে। ঊর্ধ্বমুখে চড়িতে থাকিবে পারদ। তাহার পর, তিনি যদি বুদ্ধিমান হন, তাহা হইলে তিনি বুঝিবেন—এই তপ্ত মাথায় কোনো সমাধান তো আসিবেই না, বরং সমস্যার স্তূপে চাপা পড়িয়া তাহার ব্রেইন স্ট্রোক হইয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ হঠাত্ রাগিয়া এমনই অস্থির হইয়া পড়েন যেন পারিলে তিনি পৃথিবীটাকেই ওলটপালট করিয়া দিবেন। মাথা গরমে কাহার ক্ষতি হয় বলা মুশকিল, তবে যিনি রাগেন, ক্ষতিটা তাহারই সবচাইতে বেশি হয়। সুতরাং মাথা ঠান্ডা রাখিবার কোনো বিকল্প নাই। কারণ, সমস্যার সমাধান কখনো তপ্ত মাথায় আসে না, আসে ঠান্ডা মাথায়। সমস্যা সমাধানের জন্য হইলেও মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে। ইংরেজিতে ইহাকে বলা হয়—পিস অব মাইন্ড ইজ এ মেন্টাল স্টেট অব কামনেস অর ট্রাংকুয়িলিটি। ইহা হইল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পাওয়া।

কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে উদ্বেগ-উত্কণ্ঠা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে নির্জন বনে গিয়া বসবাস করিতে হইবে। আরণ্যিক যুগের সেই অরণ্যও নাই, সেই নির্জনতাও নাই। আমাদের চারিদিকে ছায়াযুদ্ধ, শীতলযুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি। অথচ যেই সকল কর্মকাণ্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহা করিতে মহান সৃষ্টিকর্তা নিষেধ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআন শরিফে বলা হইয়াছে—‘পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কোরো না।’ (সুরা-২ আল-বাকারা, আয়াত : ১১)। মানুষ তো এই বিশ্বপ্রকৃতির অংশ। মানুষকে মনোযোগ দিয়া বিশ্লেষণ করিলে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উপলব্ধি করা যায়। আবার বিশ্বপ্রকৃতির মাধ্যমেও চেনা যায় মানুষের প্রকৃতি। আমরা নৈর্ব্যক্তিকভাবে পুরা বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইব—যে কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ন্যূনতম দুইটি পক্ষের অস্তিত্ব থাকে। উজান হইতে জলস্রোত ভাটির দিকে গড়াইয়া পড়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বন্দ্বে। গ্রীষ্মের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলে বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার হেরফের ঘটে। উষ্ণ বায়ু হালকা হইয়া ধাবিত হয় তুলনামূলক শীতল বায়ুর দিকে। তাহার সহিত জলীয়বাষ্প যুক্ত হইয়া সৃষ্টি হয় ঝড়ের। ঝড় শেষে ঠান্ডা হয় প্রকৃতি। উষ্ণতাও চলিয়া যায়, ঝড়ও থামিয়া যায়।

এই জগত্ এক সমস্যাসংকুল জায়গা। এইখানে পথে-পথে পদে-পদে বিপদ-আপদ ঝামেলা-জটিলতা ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রহিয়াছে। ঘরে ও বাহিরে—সকল ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। এই জন্য যখন কেহ গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন তখন তাহাতে শপথ লইতে হয় যে, তিনি কোনো কাজ ‘রাগ-অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইয়া’ করিবেন না। সুতরাং আমাদের দায়িত্বপূর্ণ কোনো কাজে ‘রাগ-অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইবার কোনো অবকাশ নাই। যদিও অনেকে ইহা স্মরণে রাখেন না। যাহারা রাখেন না, ইহা তাহাদের সমস্যা। নিয়ম অনুযায়ী তাহাদের দায়িত্বপূর্ণ কোনো পদে আসীন থাকিবার যোগ্যতা থাকে না। তবে যেইখানে আগাছা অধিক, সেইখানে অনিয়মই নিয়ম হইয়া যায়। আর তাহাতেই যত অনিষ্ট ঘটে। তাহারাই সিলসিলা আমরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দেখিতে পাই। এই অবস্থায় আরো অধিক মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে। কারণ, প্রথমেই বলা হইয়াছে—সমস্যার সমাধান কখনো তপ্ত মাথায় আসে না, আসে ঠান্ডা মাথায়। সমস্যা সমাধানের জন্য হইলেও মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে।

দেশে কিছুই বদলায়নি

এই ‘বুলডোজার নীতি’ নতুন কিছু নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভারতে শুধু সন্দেহভাজন হওয়ার অপরাধে মানুষের বাড়িঘর প্রায়ই খুব আয়োজন করে ভেঙে ফেলা হয়। আর এই ভুক্তভোগীদের অধিকাংশই মুসলিম। সব ক্ষেত্রে অজুহাত মোটামুটি একই। এগুলো অননুমোদিত নির্মাণ। ক্ষমতাসীন বিজেপি নিয়ন্ত্রিত রাজ্য সরকারগুলো মুসলমানদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন আর পার্টির হিন্দু আধিপত্যবাদী ভোটারদের ঘাঁটিকে খেপিয়ে তোলার জন্য একটি আদর্শ হাতিয়ার খুঁজে পেয়েছে। লিখেছেন **দেবাশীষ রায় চৌধুরী**।

জনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতিহিংসা ভারতে পুরো উদ্যমে ফিরে এসেছে। মধ্যপ্রদেশে এ মাসের প্রথম দিকে বিরোধী কংগ্রেস দলের সদস্য একজন মুসলিম স্থানীয় নেতা দেখলেন যে তাঁর বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কী অভিযোগে?

বাড়িটা নাকি অবৈধভাবে তৈরি করা হয়েছে। এর পরই জেলাপর্যায়ের একজন কর্মকর্তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সন্তোষ প্রকাশ করলেন যে পুলিশের ওপর কিছুদিন আগে করা এক আক্রমণের ন্যায্য পাওনা মেটানো হয়েছে। এর মধ্যেই পাশের রাজ্য উত্তর প্রদেশে বুলডোজার দিয়ে একটি শপিং কমপ্লেক্স মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হলো। এর মালিক বিরোধদলীয় একজন মুসলিম কর্মী। কিছুদিন আগে তাঁকে ধর্ষণের দায়ে আটক করা হয়েছিল।

এই ‘বুলডোজার নীতি’ নতুন কিছু নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভারতে শুধু সন্দেহভাজন হওয়ার অপরাধে মানুষের বাড়িঘর প্রায়ই খুব আয়োজন করে ভেঙে ফেলা হয়। আর এই ভুক্তভোগীদের অধিকাংশই মুসলিম।

সব ক্ষেত্রে অজুহাত মোটামুটি একই। এগুলো অননুমোদিত নির্মাণ। ক্ষমতাসীন বিজেপি নিয়ন্ত্রিত রাজ্য সরকারগুলো মুসলমানদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন আর পার্টির হিন্দু আধিপত্যবাদী ভোটারদের ঘাঁটিকে খেপিয়ে তোলার জন্য একটি আদর্শ হাতিয়ার খুঁজে পেয়েছে।

প্রতিহিংসা ছাড়াও বুলডোজারকে ইতিমধ্যে প্রান্তিক করে দেওয়া এক সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণ আর তাদের মন ভেঙে দেওয়ার কাজে লাগানো যায়। ‘নাগরিক উন্নয়নের’ জন্য যেসব জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো যে মুসলিম অধ্যুষিত, এটা বোধ হয় নিতান্ত কাকতালীয় নয়। এর ফলে গত দুই বছরে ১ লাখ ৫০ হাজার বাড়ি ধুলোয় মিশেছে, প্রায় ৭ লাখ ৫০ হাজার মানুষ হয়েছে গৃহহীন।

ভারত নিজেকে ‘বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র’ বলে দাবি করে। অথচ সেখানে এ ধরনের নির্লজ্জ অন্যায়কে এমন স্বাভাবিক করা হয়েছে যে বিজেপির নির্বাচনী সমাবেশে এখন বুলডোজার দেখা যায়। ২০১৯ সালে মোদি আবার নির্বাচিত হয়ে আসার পর থেকে, ‘বুলডোজারের রাজনীতি’ হিন্দু আধিপত্যবাদ আর পেশিশক্তি দিয়ে শাসনের প্রিয় পদ্ধতি হয়ে উঠেছে। কিন্তু এপ্রিল-জুনে ভারতের সাধারণ নির্বাচনে কি এ ধরনের নির্লজ্জ পাপাচারের অবসান ঘটেনি? প্রথমবারের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর পর, একজন ‘নম্র’ মোদি আবির্ভূত হননি? হলোই বা সরকার গঠনের জন্য নতুন মিত্রদের জায়গা দেওয়ার প্রয়োজন। ভোটাররা কি ভারতকে কর্তৃত্ববাদী শাসনের ‘প্রান্ত থেকে’ টেনে এনে ‘ভারতের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধার করেনি?’

মোদি তাঁর থলে থেকে যা বের করেছেন, তা ফিরিয়ে নিতে হালকা নির্বাচনী ধাক্কা যথেষ্ট নয়। তিনি যে উগ্র সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করেন, তা ক্ষমতা নিয়েই তুষ্ট থাকে না। তারা ক্ষমতাকে দেখে দেশের সাংবিধানিক বাধ্যতামূলক বহুত্ববাদকে ধ্বংস করার উপায় হিসেবে। হিন্দুত্ববাদী বুলডোজার থেমে নেই। এবারের নির্বাচন সেই বুলডোজারের চলার পথে একটা পথে একটি ধাক্কা ছিল মাত্র।

সংখ্যালঘুদের গণপিটুনি এবং অন্যান্য ধরনের জনসহিংসতা আরও তীব্র হয়েছে। মুসলিম দোকানমালিকদের পুলিশ বলে দিচ্ছে তাঁরা যেন দোকানের ওপর নিজেদের নাম লিখে রাখেন, যাতে হিন্দু ক্রেতারা দূরে থাকতে পারেন। শুধু এসব নয়, ভারতের মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর দমনমূলক নতুন আইন তৈরি করা হচ্ছে। হিন্দু মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলে মুসলিম পুরুষদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের কথা বলা হচ্ছে। এ হচ্ছে হিন্দু আধিপত্যবাদী কথিত ‘লাভ জিহাদ’ নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য উপায়।

সরকারের সমালোচনাকারী বুদ্ধিজীবীদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে তীব্রতর। বামপন্থী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। চলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে বিরক্তিকর বিদেশি সাংবাদিকদের। আবার আমলাদের এখন বিজেপির মূল সংগঠন, ডানপন্থী হিন্দু আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যা ভারতের প্রতিষ্ঠাতা নীতি ‘সমান নাগরিকত্বের’ পরিপন্থী।

নির্বাচনে শায়েস্তা হওয়া তো দূরের কথা, বিজেপি নেতাদের বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য আজকাল আরও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরপরই একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে দেশে মুসলমানদের বসবাসের অনুমতি দেওয়াই ভারতের সবচেয়ে বড় ভুল। সেই নেতা এখন মুসলিম ব্যবসা বর্জন করার জন্য মাঠপর্যায়ে প্রচারণায় সমর্থন দিচ্ছেন।

একইভাবে পূর্বাঞ্চলীয় এক রাজ্যের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম মালিককে বন্যার জন্য দায়ী করে ‘ফ্লাড জিহাদ’ চালানোর দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। ‘ল্যান্ড জিহাদ’ বন্ধ করতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে জমি বিক্রি সীমিত করার জন্য আইনের ওকালতি করছেন তিনি।

মোদি তাঁর থলে থেকে যা বের করেছেন, তা ফিরিয়ে নিতে হালকা নির্বাচনী ধাক্কা যথেষ্ট নয়। তিনি যে উগ্র সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করেন, তা ক্ষমতা নিয়েই তুষ্ট থাকে না। তারা ক্ষমতাকে দেখে দেশের সাংবিধানিক বাধ্যতামূলক বহুত্ববাদকে ধ্বংস করার উপায় হিসেবে। হিন্দুত্ববাদী বুলডোজার থেমে নেই। এবারের নির্বাচন সেই বুলডোজারের চলার পথে একটা পথে একটি ধাক্কা ছিল মাত্র।

ভারতে কিছুই বদলায়নি । বদল বলে যা মনে হচ্ছে, তা আসলে গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের এক বিভ্রমমাত্র। হ্যাঁ, বিরোধী দলের নিজেদের ওপর আস্থা ফিরেছে, সরকার বিভিন্ন আইন আর উদ্যোগ পুনর্মূল্যায়ন করতে রাজি হয়েছে। বিতর্কিত এক সম্প্রচার বিল সম্প্রতি আটকে দেওয়া হয়েছে। শাসকের সমালোচকেরা এসবে উদ্দীপ্ত হয়ে ঘোষণা করছেন যে মোদিকে দুর্বল করা গেছে। তবে এসব আসলে নিতান্ত কৌশলগত পিছু হটে যাওয়া।

সর্বোপরি যেসব হাতিয়ার কাজে লাগিয়ে স্বৈরাচারী নির্বাচনে জিতে গেছে, মোদি সেসব হাতিয়ার এখনো ভালোমতোই ধরে রেখেছেন। বলে রাখা দরকার, এই নির্বাচন সুষ্ঠু কোনোমতেই ছিল না।

ব্যাপকভাবে কারচুপি না হলেও বিজেপির পক্ষে সম্ভাব্য সব প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলো বন্দী হয়ে আছ। এর প্রচারমাধ্যম একটি নির্দিষ্ট অংশের সেবা করতে ব্যস্ত থাকে।

তদন্তকারী সংস্থাগুলোর সুতোর নাটাই বিজেপি নিজের হাতে রেখে দিয়েছে শত্রুদের ভয় দেখাতে, বন্ধুদের পক্ষে রাখতে আর দাতাদের ঝাঁকুনি দিয়ে প্রচারণার টাকা জোগাড় করতে।

নীতিনির্ধারণের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে মোদি ব্যবসাগুলোকে নিজের পাশে রাখতে পারছেন।

সম্প্রচার বিল পাস করা বিলম্বিত করা গেছে। তবে সরকারের কাছে রয়ে গেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচক কণ্ঠগুলোকে চুপ রাখার যথেষ্ট উপায়। সেগুলো সরকার নিয়মিত ব্যবহার করছে। বিজেপিশাসিত ভারতের বৃহত্তম রাজ্য সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে সমালোচনামূলক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলোর জন্য তারা কারাদণ্ডের বিধান আনবে।

তবু ভারতে গণতান্ত্রিক পুনরুজ্জীবনের উপলব্ধি মোদির তৃতীয় মেয়াদকে নতুন করে বৈধতা দেয়। গণতান্ত্রিকভাবে ভারতের পিছিয়ে পড়ার বাস্তবতা বহু বছর ধরে বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এখন বাইরের অনেক পর্যবেক্ষক বিশ্বাস করছেন যে ভারতের গণতন্ত্র প্রাণ ফিরে পেয়েছে, আর হিন্দুত্ববাদের রাজনৈতিক উপযোগিতা ফুরিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে মোদি এবারের নির্বাচনী প্রচারণার সময় সবাইকে নিয়ে চলার ভান পরিত্যাগ করেছেন। তিনি এবং বিজেপির বাকিরা বারবার আশ্রয় নিয়েছেন ইসলামভীতির বার্তার। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিকে শক্তিশালী করছেন বহুগুণ।

কয়েক মাসের মধ্যে ঝাড়খণ্ডে রাজ্য নির্বাচন হবে। বিজেপি সেখানে প্রকাশ্যে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে উসকানি দিচ্ছে এই দাবি করে যে রোহিঙ্গা মুসলমানরা তাদের নারীদের বিয়ে করে জমি দখল করছেন। মুসলিম দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারী আইন পরিবর্তন করে মোদির দল ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরেক খেলা খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ভারত যে নিরাময়ের পথে নেই, সেটা স্পষ্ট। এর গণতান্ত্রিক পিছু হটে যাওয়া থামা তো দূরের কথা, এর গতি বরং বাড়ছে। কারণ, বিজেপি যত বেশি অনিরাপদ বোধ করবে তত বেশি শক্তভাবে সে বিরোধীদের মোকাবিলা করবে।

মোদি তাঁর থলে থেকে যা বের করেছেন, তা ফিরিয়ে নিতে হালকা নির্বাচনী ধাক্কা যথেষ্ট নয়। তিনি যে উগ্র সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করেন, তা ক্ষমতা নিয়েই তুষ্ট থাকে না। তারা ক্ষমতাকে দেখে দেশের সাংবিধানিক বাধ্যতামূলক বহুত্ববাদকে ধ্বংস করার উপায় হিসেবে। হিন্দুত্ববাদী বুলডোজার থেমে নেই। এবারের নির্বাচন সেই বুলডোজারের চলার পথে একটা পথে একটি ধাক্কা ছিল মাত্র।

দেবাশীষ রায় চৌধুরী ‘টু কিল এ ডেমোক্রেসি: ইন্ডিয়ান প্যাসেজ টু ডিস্পোটিজম’ (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, প্যানের ম্যাকমিলান, ২০২১) বইয়ের সহ-লেখক

সৌজন্যে : প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

ইংরেজি থেকে অনুবাদ

রাজনৈতিক নেতাদের কি ছুটি নিতে নেই

এনগায়ার উডস

গ্রীষ্মের বাতাস পড়ে যেতে শুরু করেছে। ছুটির দিনগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে। উত্তর গোলার্ধের লোকেরা কাজে ফিরতে শুরু করেছে। অন্যদিকে অনেক রাজনৈতিক নেতা ছুটিতে যাচ্ছেন। তাঁদের দাবি, কয়েকটি দিন অবকাশে বেড়িয়ে এলে তাঁরা একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠতে পারবেন এবং ফিরে এসে নতুন উদ্যমে আবার কাজ করতে পারবেন। তাঁরা মনে করেন, যাঁরা ছুটি না নিয়ে টানা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন, তাঁদের চেয়েও তাঁরা ছুটি শেষে কর্মস্থলে ফিরে বেশি মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারবেন।

তবে তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম হলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। দেশজুড়ে চলমান দাঙ্গা পরিস্থিতি মোকাবিলার এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় তিনি তাঁর গ্রীষ্মকালীন ছুটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

স্টারমারের সিদ্ধান্তটি যুক্তরাজ্যের সাবেক পররাষ্ট্রসচিব ডমিনিক রাবের একেবারে বিপরীত। ২০২১ সালে আফগানিস্তানে যখন তালেবান কাবুল দখল করে এবং সেখানকার ব্রিটিশ কর্মীরা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে যান, সে মুহূর্তে রাব কর্মস্থলে না থেকে গ্রিসে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই সিদ্ধান্ত যুক্তরাজ্যের মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল এবং পরে তিনি তাঁর ছুটিতে যাওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

কিছু দেশে রাজনীতিবিদদের ছুটিতে যাওয়া কার্যত নিষিদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অধীনে ভারতে একজন মন্ত্রীর এক-দুই সপ্তাহ ছুটি নেওয়া প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার। অন্যদিকে খুব আশ্চর্যজনকভাবে চীনে নেতাদের গোপনে ছুটি কাটানোর ঝোঁক লক্ষ করা যায়।

যাঁরা নেতাদের ছুটিতে যাওয়াকে সমর্থন করেন না, তাঁদের যুক্তি হলো, নেতাদের চেয়ারে বসানো হয় দেশের সেবা করার জন্য, তাঁদের ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের জন্য নয়। তাঁরা মনে করেন, নেতাদের ২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালনরত থাকা উচিত, যাতে তাঁরা অন্যদের সামনে উদাহরণ হয়ে থাকতে পারেন। তাঁরা মনে করেন, নিদেনপক্ষে যখন দেশে কোনো বড় ঘটনা ঘটে, তখন অন্তত তাঁদের কর্মস্থলে থাকাটা খুবই দরকার।

২০২২ সালের আগস্টে ফ্রান্সে যখন নজিরবিহীন দাবানল

ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল, সে সময় দেশটির প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ ফোর্ট ডি ব্রেগানন-এ তাঁর অবকাশকালীন বাড়িতে কাটাচ্ছিলেন। সে সময় জেট স্কিতে বসে তাঁর সময় কাটানোর ছবি প্রকাশের পর তিনি প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন।

বহু কর্মজীবী মানুষ যখন ছুটি কাটানোর সুযোগ পান না বা অবকাশে যাওয়ার সামর্থ্য অর্জন করতে পারেন না, তখন যেকোনো নেতার অযৌক্তিক ভ্রমণকে দেশপ্রেমহীনতা বলে ধরা হয় এবং প্রায়ই এ নিয়ে সমালোচনা ওঠে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের মতো সরকারি কর্মকর্তাদের যখন ব্যক্তিগত জেটে উড়ে বিলাসবহুল অবকাশকেন্দ্রে যেতে দেখা যায় এবং তাঁদের সেই ভ্রমণের খরচ যদি তৃতীয় কাউকে জোগান দিতে দেখা যায়, তখন অনিবার্যভাবে মানুষের মনে দুর্নীতির ধারণার উদ্রেক করে। কেউ কেউ অবশ্য যুক্তি দেন, নেতাদের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে দেওয়া উচিত। নেতাদের ছুটি নেওয়ার পক্ষে থাকা লোকদের আরেকটি যুক্তি হলো, ছুটি কাটানোর সুযোগ নেতাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে। ২০২৩ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ছুটির দিনগুলো পুঁজিবাজার বিশ্লেষকদের আর্থিক পূর্বাভাসের যথার্থতাকে ‘অর্থপূর্ণভাবে উন্নত’ করে। গবেষণা বলছে, একটানা একের পর এক সিদ্ধান্ত গ্রহণজনিত ক্লান্তি কর্মক্ষমতায় লক্ষণীয় পতনের কারণ হিসেবে কাজ করে।

২০১৯ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, হাসপাতালের নার্সরা বিরতিহীনভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার ফলে তাঁদের সিদ্ধান্তগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে রুক্ষ ও কম কার্যকর হয়ে ওঠে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, শল্যচিকিৎসক বা সার্জনরা ছুটি কাটালে তা থেকে চিকিৎসাব্যবস্থা উপকৃত হয়।

আরও বিস্তৃতভাবে বললে বলা যায়, কাজ থেকে বিরতি নেওয়াটা মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য খুবই দরকারি। কারণ, সাময়িক ছুটি উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। এ কারণেই বেশির ভাগ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম আইনে নিয়মিত ছুটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার কাজ করে। দেশের সামনে উদ্ভূত অপ্রত্যাশিত সংকট মোকাবিলা করতে, নতুন তথ্য উপলব্ধি করতে ও তা আমলে নিতে, নীতিগুলোর প্রভাব মূল্যায়ন করতে এবং কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে তাদের ওপর জনগণ নির্ভর করে। এসব বিষয়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হলে ধীরস্থির মাথা দরকার। আর ধীরস্থির মস্তিষ্কের জন্য তাঁদের মাঝেমধ্যে অবকাশযাপন জরুরি। একজন নেতা যত বেশি পরিশ্রান্ত হবেন, তত বেশি তাঁদের মধ্যে খামখেয়ালি সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা দেখা যাবে, যা কার্যকরভাবে তাঁদের শাসন করার ক্ষমতাকে নষ্ট করতে থাকবে।

এনগায়ার উডস অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লাভাটনিক স্কুল অব গভর্নমেন্টের ডিন

সৌজন্যে: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

মোথাবাড়িতে বিরোধী দলের সমিতি, পঞ্চায়েত সদস্য গেলেন তৃণমূলে

নাজমুস সাহাদাত ● মোথাবাড়ি

আপনজন: আবারও দল বদল মালদহের মোথাবাড়িতে। এদিন মোথাবাড়ী ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের সভা মঞ্চে জাতীয় কংগ্রেসের কালিয়াচক-২ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির ৪ জন সদস্য ও রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির ২ জন সদস্য এবং রাজনগর অঞ্চলের প্রধান তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এদিনের যোগদানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিমন্ত্রী তথা মোথাবাড়ী বিধানসভার বিধায়িকা সাবিনা ইয়াসমিন ও কালিয়াচক-২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ফিরোজ সেখ তাদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন। সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, বাংলার জননেত্রী মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রিয় নেতা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় প্রেরিত হয়ে কালিয়াচক-২ ব্লকের ৪ জন কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির ১) বিউটি মন্ডল ২) কল্পনা মন্ডল ৩) আব্দুল রাজ্জাক ৪) হাবিবা খাতুন। ও রথবাড়ি অঞ্চলের ২ জন পঞ্চায়েত সদস্য ১) রূপালী কর্মকার মন্ডল ২) লালন প্রামাণিক বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য এবং রাজনগর অঞ্চলের প্রধান তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। আমরা তাদের সকলকে তৃণমূল পরিবারে স্বাগত জানাচ্ছি। এবং আগামী দিনে একসাথে চলার পথে মোথাবাড়ীকে এগিয়ে নিয়ে যাব এটাই মানুষের কাছে আমরা প্রতিশ্রুতি করলাম।

বন্ধ প্রত্যাহারের পরও বাসে আগুন ধরাল

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বন্ধ প্রত্যাহার করার পরেও বাসে আগুন ধরানোর অভিযোগ উঠল বন্ধ সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ঘটনা চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের দৌলতপুর এলাকার ঘটনা। উল্লেখ্য, আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণ ও পরবর্তীতে খুনের চেষ্টার ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার ১২ ঘণ্টার বন্ধ ডেকেও পরবর্তীতে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল আদিবাসী যৌথ মঞ্চের তরফে। কিন্তু এদিন কালনা গামী একটি সরকারি বাস দৌলতপুর এলাকায় পৌঁছতেই বন্ধ সমর্থনকারীরা যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বাসটিতে এবং পরবর্তীতে এসে বাসটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাচলে পৌঁছায় বংশীহারী থানার পুলিশ। অন্যদিকে,খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

এ বিষয়ে ওই সরকারি বাসের কন্ডাক্টর জানান, 'প্রায় কুড়ি জন যাত্রী নিয়ে গঙ্গারামপুর থেকে কালনার উদ্দেশ্যে সকালে গাড়ি ছেড়েছিল। দৌলতপুর পার হতেই বন্ধ সমর্থনকারীরা গাড়ি আটকে দেয়। আমরা বন্ধ সমর্থনকারীদের বলেছিলাম বন্ধ তুলে নেয়া হয়েছে। এরপরও তারা কোন কথা না শুনেই গাড়িতে ভাঙচুর চলায় এবং পরবর্তীতে আগুন লাগিয়ে দেয়।' এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বংশীহারী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

সংখ্যালঘু দফতরের অর্থে নির্মিত ছাত্রাবাসের সূচনায় সাংসদ ঈশা খান

বিশেষ প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: সোমবার মাইনরিটি দফতরের অর্থানুকূল্যে প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় নতুন দোতলা ছাত্রাবাস এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। কালিয়াচক -৩ ব্লকের কুম্ভীরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জয়েনপুর আইডিয়াল একাডেমীর দোতলা ভবন বিশিষ্ট নতুন ছাত্রাবাসের সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জৈনপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মতিউর রহমান, বিশিষ্ট সমাজসেবী সঞ্জয় সরকার, কুম্ভীরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শাহনাজ খাতুন,শিক্ষারত্ন শিক্ষিকা তানিয়া রহমত, শিক্ষক আক্তার মিঞা, প্রাক্তন উপপ্রধান নিতাই ঘোষ, জৈনপুর আইডিয়াল একাডেমির প্রধান শিক্ষক মোঃ নাসিতুল্লাহ শেখ প্রমুখ। তবে আমন্ত্রণ জানানো হলেও বিধায়ক চন্দনা সরকার, বিডিও সুকান্ত শিকদার ব্যস্ততার জন্য উপস্থিত ছিলেন না। উদ্বোধন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে কবিতা, নাটক, নাচ গান পরিবেশন হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনরা এলাকায় ক্রমশ শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে চিকিৎসক এবং ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে। এলাকা থেকে প্রতি বছর প্রায় ২৫ জন করে ডাক্তার বের হচ্ছে যার পিছনে বিভিন্ন স্কুলের অবদান অনস্বীকার্য। তবে এই জৈনপুর আইডিয়াল একাডেমী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত। এতদিন জায়গা এবং ঘরের অভাবে ছাত্রদের থাকার সমস্যা হচ্ছিল এই হোস্টেল সম্পূর্ণ হাওয়াতে এবার থেকে ছাত্রদের জন্য পৃথক হোস্টেল চালু হলো। প্রায় ৩০০ জন ছাত্র এখানে থাকতে পারবে। বর্তমানে ১০০ জন ছাত্র থাকে। সাংসদ ইশা খান চৌধুরী জানান, শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। এলাকায় এলাকায় যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রাবাস গড়ে উঠবে উপযুক্ত শিক্ষারপরিষেবা পেয়ে ছাত্র সমাজ উন্নত হবে।

কর্মাধ্যক্ষকে দেওয়া ২০ লক্ষ টাকা ফেরত না পেয়ে আত্মহত্যা প্রাক্তন প্রধানের স্বামীর!

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: চাকরির জন্য দলেরই প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষকে দেওয়া ২০ লক্ষ টাকা ফেরত না পেয়ে আত্মহত্যা প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর, লিখিত অভিযোগ দায়ের হতেই বেপাত্তা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ। হাতে তিন চারটে চাকরি আছে। কিন্তু তার জন্য দিতে হবে মোটা অঙ্কের টাকা। ২০১৭ সালে দলেরই পঞ্চায়েত প্রধানকে এমন প্রস্তাব দিয়েছিলেন তৎকালীন পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ। প্রস্তাব শুনে নিজের ছেলে ও দুই আত্মীয়ের চাকরির জন্য ২০ লক্ষ টাকা তুলেও দিয়েছিলেন তৎকালীন পঞ্চায়েত প্রধান। কিন্তু চাকরি মেলেনি, মেলেনি দেওয়া টাকাও। উল্টে টাকা চাওয়ায় নিয়মিত মিলত হুমকি। সেই মানসিক অবসাদে এবার আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন বর্তমানে প্রাক্তন ওই পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী। বাঁকুড়ার কোতুলপুরের এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হতেই বেপাত্তা অভিযুক্ত প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ। ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে স্থানীয় ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। জেলা নেতৃত্বের দাবী দল কোনোরকম দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। এমন ঘটনা ঘটে থাকলে প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। বিজেপির কটাক্ষ তৃণমূলের অন্দরে এমন একটা নয় অসংখ্য সন্দীপ ব্যানার্জী রয়েছেন।

জানা গেছে ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তৃণমূলের দখলে থাকা বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের দেশড়া কোয়ালপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন রূপা মন্ডল। রাজনৈতিক সূত্রেই আলাপ ছিল তৎকালীন তৃণমূল পরিচালিত কোতুলপুর পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সন্দীপ ব্যানার্জীর সঙ্গে। অভিযোগ ২০১৭ সালে সন্দীপ ব্যানার্জী তৎকালীন পঞ্চায়েত প্রধানকে জানান দলের প্রভাবশালীদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ দহরম মহরম থাকায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ সি ও ডি পদে তিন থেকে চার জনের চাকরি তিনি করে দিতে পারবেন। তবে তার জন্য লাগবে মোটা অঙ্কের টাকা। সন্দীপের দেওয়া টোপ গিলে নিজের ছেলে ও দুই আত্মীয়ের চাকরির জন্য তৎকালীন পঞ্চায়েত প্রধান রূপা মন্ডল ও তাঁর স্বামী ধর্মদাস মন্ডল মোট ২০ লক্ষ টাকা সন্দীপের হাতে তুলে দেন বলে অভিযোগ। ২০১৯ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্দীপ ব্যানার্জীর পাশাপাশি জনপ্রতিনিধির পদ হারান রূপা মন্ডলও। তখন থেকেই চাকরি পাওয়ার আশা হারাতে থাকেন রূপা মন্ডলের পরিবার। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২২ সালের জুলাই মাসে রাজ্যের তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ইডির হাতে গ্রেফতার হলে চাকরি পাওয়ার আশা পুরোপুরি হারান রূপা মন্ডলের পরিবার। এরপর থেকেই দেওয়া ২০ লক্ষ টাকা সন্দীপের কাছে ফেরত চান রূপা মন্ডল ও তাঁর স্বামী ধর্মদাস মন্ডল। সন্দীপ প্রথমে ওই টাকা দিচ্ছি দেবো করলেও পরবর্তীতে পাল্টা ধর্মদাস মন্ডলকে হুমকি দিতে শুরু করে বলে অভিযোগ। এতেই মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করেন ধর্মদাস মন্ডল। গতকাল দুপুরে আচমকাই তিনি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। স্ত্রী রূপা মন্ডল তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের দাবী বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের কাছে ধার করে এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সন্দীপ ব্যানার্জীকে ওই বিপুল পরিমাণ টাকা তাঁরা দিয়েছিলেন। সন্দীপ সেই টাকা ফেরত না দেওয়ায় নিজের জমি বিক্রি করতে হয়েছে। আর তাতেই স্বামী ধর্মদাস মন্ডলের মানসিক অবসাদ আরো বৃদ্ধি পায়। সেই মানসিক অবসাদেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবী স্ত্রীর। ঘটনার পর পরই গোটা বিষয়টি জানিয়ে কোতুলপুর থানায় সন্দীপ ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানান মৃত ধর্মদাস মন্ডলের ছেলে। আর তারপর থেকেই বেপাত্তা হয়ে যায় অভিযুক্ত সন্দীপ ব্যানার্জী। বিজেপির কটাক্ষ তৃণমূলের পদাধিকারীদের হাতে দলেরই অন্য পদাধিকারী এমন প্রতারনার শিকার হলে সাধারণ মানুষের সুরক্ষা কোথায়?

পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষের এমন কীর্তিতে স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে পড়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে কোতুলপুর ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের সাফাই বিষয়টি তাঁদের জানা নেই। অভিযোগ সত্য হলে প্রশাসনের পাশাপাশি দলও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।

বিজেপির সাংসদদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মন্ত্রী সাবিনা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বন্যা কবলিত এলাকায় গিয়ে কংগ্রেসের সাংসদ ও বিজেপির সাংসদদের বিরুদ্ধে একগ্রাস ক্ষোভ উগরে দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন জলপথ ও সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি আরো বলেন সাংসদরা এখানে আসছেন না অথচ বড় বড় কথা বলছেন মানুষের পাশে সর্বদাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন বন্যা কবলিত এলাকায় বানভাসীদের জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে।জলে পা ভিজিয়ে দুটো ছবি তুলে নিলাম, আর তাতেই বন্যা পরিস্থিতি দেখা হয়ে গেল, এটা কোন কাজ না। অথচ মালদার দুই সাংসদ এমনটাই করছেন। বানভাসীদের সমস্যা শোনার সময় ওদের কাছে নেই। রবিবার দুপুরে মানিকচক ব্লকের ভুতনি এলাকার গঙ্গায় প্লাবিত বানভাসিদের সঙ্গে দেখা করার পর সরাসরি মালদার কংগ্রেস এবং বিজেপি দলের দুই সাংসদের বিরুদ্ধে এই ভাবেই কড়া সমালোচনা করেছেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এদিন মানিকচকের বানভাসীদের আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়ে দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলাশাসক নীতির সিঙ্ঘানিয়া, মানিকচকের তৃণমূল দলের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। এরপর মানিকচক ব্লক অফিসে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে একটি প্রশাসনিক স্তরে বৈঠক করেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তারপরে সাংবাদিক বৈঠকেই দক্ষিণ মালদা এবং উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস ও বিজেপি দলের দুই সাংসদের বিরুদ্ধে ভাঙ্গন ও বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন কংগ্রেসের সাংসদ গনি খান চৌধুরী ছিলেন তার সময় অনেক কাজ হয়েছে মানুষকে ভাবতে হয়নি বিপদে সে সবসময় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর বর্তমানে দুই সাংসদ কোন কাজ না করে নোংরা রাজনীতি করছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে মানুষ প্রচুর ত্রাণ পেয়েছে।সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণে কাজ হয়েছে কত দু বছরের মানিকচকে সব থেকে বেশি কাজ হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাজনীতির চক্রান্তের জন্য আমাদের বাংলাকে বারবার বঞ্চিত করা হচ্ছে। মানুষের পাশে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সব সময় আছেন এবং বন্যা কবলিত এলাকার মানুষের জন্য সব সময় কাজ করে যাচ্ছেন আমরাও পাশে আছি যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে আমাদের জানাবেন আমরা সব রকম সাহায্য করবো বলে আশ্বাস দেন মন্ত্রী সাবিনা।

বিজেপির মিছিল থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল জুতো

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: বিজেপির মিছিল থেকে পুলিশকে ছোড়া হলো জুতো, পুলিশের উদ্দেশ্যে উড়ে এলো অসভ্য ভাষায় গালিগালাজ, সাধারণত আর জি কর কান্ডের বিচার চেয়ে সর্বত্রই বিজেপির পক্ষ থেকে ডাকা হয়েছিল ডিএম অভিযান , আজ হুগলি জেলার সাংগঠনিক জেলা অফিস থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ এক মিছিল বের হয়ে পৌছায় ঘড়ির মোড় , সেখানে ছিল চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের জোড়দার বন্দবস্ত, চারিদিক মুড়ে ফেলা হয়েছিল ব্যারিকেটে , দেওয়া হয়েছিল প্রচুর পুলিশ বাহিনী, যদিও বিজেপির মিছিল ব্যারিকেট অবধিও পৌঁছতে পারেনি, অবশেষে ঘড়ির মোড় থেকে শুরু হয় শ্লোগানিং ও বিক্ষোভ, বিক্ষভে দেখা গেল বিজেপির মহিলা কর্মীরা যে পুলিশের দিকে জুতো উচিয়ে অসভ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন, এরই মাঝে এক মহিলা বিজেপি কর্মী পা থেকে জুতা খুলে পুলিশের দিকে ছুড়ে মারেন, যদিও এত কিছুর পরেও পুলিশকে পুরোপুরি সংযত থাকতে দেখা গেছে। বিজেপির এই ডিএম অভিযানকে কেন্দ্র করে আজ যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে যা প্রশাসনের জন্য চ্যালেঞ্জে হয়ে দাঁড়ায়।

বালির স্কুলে মাধ্যমিক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বালি

আপনজন: রবিবার হাওড়ার বালি শিক্ষা নিকেতন ফর গার্লস এ ধীলার্ন অ্যাকাডেমির বালি সেন্টারের পক্ষ থেকে এক বিশেষ কর্মশালা ও প্রস্তুতি পরীক্ষার হয়ে গেল। কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন পাঠভবন-ডানকুনি এর প্রিন্সিপাল ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।কর্মশালায় ইংরেজি ক্লাস নেন বিশিষ্ট শিক্ষক রাহুল সেনগুপ্ত, ভৌতবিজ্ঞানে পলাশ ঘোষ এবং অংকে ক্লাস নেন গৌরাঙ্গ সরখেল। অভিভাবক অভিভাবিকাদের নিয়ে একটি আলোচনা শিবির হয়। তাতে 'ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ ও বাবা মায়ের দুশ্চিন্তা' বিষয়ে বলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট শিক্ষক ও সাংবাদিক নায়ীমুল হক। বালি শিক্ষা নিকেতন ফর গার্লসের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা শম্পা মন্ডলের হাতে অনুসন্ধান কলকাতা প্রকাশিত টেস্ট পেপার দেওয়া হয়।

বর্ধমানে পুলিশ দিবসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

জে.এ সেখ ● বর্ধমান

আপনজন: পুলিশ শুধু সুরক্ষায় নয়, কখনো সমাজসেবা কখনও অসহায় মানুষের পাশে থাকার খবরও মেলে । রবিবার ছিল পুলিশ দিবস। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের বিশেষ সহযোগিতায় এবং বর্ধমান ওয়েভ ও কিমস হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে "হার্ট-ওয়েভ" নামে হৃদরোগের বিশেষ স্ক্রিনিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় বীরহাটা ট্রাফিক পোস্টে। সেখান থেকে পরিষেবা পান শতাধিক পথচলতি মানুষ ও পুলিশকর্মীরা। শিবিরের উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট চিকিৎসক দেবব্রত ব্যানার্জি, নীরজকুমার ঝা। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান ওয়েভের সভাপতি পার্থ চৌধুরী,সম্পাদক অনির্বাণ হাজরা, বাচিকশিল্পী শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী, সাংবাদিক অরূপ লাহা, সুপ্রকাশ চৌধুরী, কিমস হাসপাতালের মিসাইল দত্ত, আরশাদ গণি প্রমুখ।

প্রতিবন্ধীদের ট্রাই সাইকেল বিলি সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হরিহরপাড়া

আপনজন: সাংসদ তহবিলের পক্ষ থেকে হরিহরপাড়ায় ১০৪ জন প্রতিবন্ধীদের ট্রাইসাইকেল তুলে দিলেন সাংসদ আবু তাহের খান। সোমবার মুর্শিদাবাদ লোকসভার সাংসদ আবু তাহের খানের উদ্যোগে সাংসদ তহবিল থেকে প্রতিবন্ধীদের ট্রাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল হরিহরপাড়া কৃষক বাজারে। এদিন হরিহরপাড়া ব্লকের দশটি পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার ১০৪ জন প্রতিবন্ধীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ট্রাইসাইকেল। উপস্থিত ছিলেন হরিহরপাড়ার বিডিও ছেরিং জাম ভুটিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শামসুজ্জোহা বিশ্বাস, জেলা পরিষদের দুই সদস্য জিল্লার রহমান ও লাজিনা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর পলাশ, পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ আহাতাব উদ্দিন শেখ প্রমুখ।

প্রতিবন্ধী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: পড়াশোনার মান উন্নয়নে তথা পড়াশোনার প্রতি উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পড়ুয়াদের পাশাপাশি সাধারণ পড়ুয়াদের মধ্যেও সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা করা হয় এক প্রতিবন্ধী সংস্থার উদ্যোগে। জানা যায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর বীরভূম জেলা কমিটির উদ্যোগে নলহাটি বালিকা বিদ্যালয়ে আয়োজিত জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক-২০২৪ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী প্রতিবন্ধী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। কৃতী পড়ুয়াদের হাতে বিভিন্ন পুরস্কারের সাথে সাথেই আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হয়।উল্লেখ্য একজন দৃষ্টিহীন পড়ুয়াকে তার পড়াশোনার স্বার্থে মোবাইল সেট দেওয়া হয় বলে জানা যায়।

লালগোলায় ফেনসিডিল সহ গ্রেফতার তিন

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: নিষিদ্ধ কফসিরাপ অর্থাৎ ফেনসিডিল সহ তিন যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। রবিবার রাতে তাদের লালগোলা থানার পীরতলা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রত্যেকেই লালগোলা থানা এলাকার বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে মোট ১২০ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ অর্থাৎ ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের সোমবার বহরমপুরে মাদক সংক্রান্ত বিশেষ আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের সাত দিনের পুলিশের হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। পুলিশ জানিয়েছে, লালগোলার মালতিপুরের এক মাদক কারবারি ফেনসিডিলের বোতল সীমান্তের এক কারবারিকে পৌঁছে দিতে বলেছিল। তিন যুবক একটি বাইকে চেপে নির্দিষ্ট ঠিকানায় যাওয়ার পথে তাদের তল্লাশি করলে মোট ১২০ বোতল ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সরকারি কর্মীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে এবার বিক্ষোভ সরকারি কর্মচারীদের, বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসক কার্যালয়ের সরকারি কর্মচারীরা মূল গেটে বিক্ষোভ দেখালেন ।

কলকাতায় আর জি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় এবার প্রতিবাদ জানালেন রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসকের মূল গেটে প্লাকার্ড হাতে নিয়ে ও স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন মহকুমা শাসক কার্যালয়ের সরকারি কর্মচারীরা।

সোমবার টিফিন টাইমে অর্থাৎ দেড়টা থেকে দুটো পর্যন্ত ৩০ মিনিট মহকুমা কার্যালয়ের গেটে তারা বিক্ষোভ দেখায়।

তাদের দাবি আর জি করের ঘটনা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার বন্ধ হোক। সিবিআই এই ঘটনার দ্রুত তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে দোষীদের চিহ্নিতকরণ করে কঠোরতম শাস্তি প্রদান করুক।

হরিহরপাড়ায় সহায়তা কেন্দ্র উদ্বোধনে সাংসদ তাহের

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে সোমবার হরিহরপাড়া ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে সহায়তা কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করলেন সাংসদ আবু তাহের খান। সরকারি পরিষেবা যাতে সহজেই সবার কাছে পৌঁছে যায় সেই লক্ষ্যে জনগনের সহায়তা কেন্দ্র চালু হল হরিহরপাড়ায়। এই সহায়তা কেন্দ্রে বিনামূল্যে সেই সব পরিষেবা পাবে সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষকে সহায়তা দিতেই এই সহায়তা কেন্দ্র। সোমবার হরিহরপাড়া ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে তৈরি হয়েছে এই সহায়তা কেন্দ্র। এদিন অন্যঅন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শামসুজ্জোহা বিশ্বাস,বিডিও ছেরিং জাম ভুটিয়া, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর, জেলা পরিষদের দুই সদস্য জিল্লার রহমান ও লাজিনা, পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ আহাতাবউদ্দিন শেখ। পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা জয়নাল আবেদিন, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মমিনুল হাসান প্রমুখ।

শিশু শিক্ষায় মঙ্গলকোট থানার উদ্যোগ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ সম্প্রতি এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পুলিশ দিবস উদযাপন করেন, যেখানে তিনি সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে ছড়ানো ফেক নিউজের বিপদের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, "আগুন লাগলে কিংবা বন্যা হলেও পুলিশকে সর্বদা পাশে পাবেন।" তিনি জনগণকে সতর্ক করে দেন সোশ্যাল মিডিয়ার ভুয়া খবরের ফাঁদে না পড়ার জন্য এবং বাস্তব তথ্য যাচাই করার পরামর্শ দেন। মঙ্গলকোট থানার পুলিশ সম্প্রতি বিভিন্ন জনহিতকর কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, যেমন ঈদের আগে ২০০ পথভিক্ষুককে নতুন জামাকাপড় বিতরণ জলছত্রের ব্যবস্থা করা। এছাড়াও, থানার পুলিশ ক্রীড়া বিকাশে এবং আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পুলিশ দিবস উদযাপনের প্রধান অতিথি ছিলেন কাটোয়া এসডিপিও কাশীনাথ মিস্ত্রি।

পৌরসভার গেটে ধর্না মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বোলপুর

আপনজন: দুবরাজপুর শহর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে আরজি কর কাণ্ডে অপরাধীদের ফাঁসি ও ধর্ষকদের ফাঁসির সাজার আইন বলবৎ-এর দাবিতে ধর্না প্রদর্শন করা হয়। সকলের একটাই দাবি, we want justice. এদিনের মিছিলে হাজির ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ সভাপতি মলয় মুখার্জি, দুবরাজপুর শহর তৃণমূলের সভাপতি স্বরুপ আচার্য, কার্যকরী সভাপতি অরিন্দম চ্যাটার্জি, দুবরাজপুর পৌরসভার পৌরপতি পীযূষ পাণ্ডে, উপ পৌরপতি মির্জা সৌকত আলী, কাউন্সিলার সেখ নাজির উদ্দিন, মানিক মুখার্জি, বনমালী ঘোষ, সাগর কুণ্ডু প্রমুখ।

রোনাল্ডোর ইউটিউব চ্যানেলে অতিথি হয়ে আসছেন কোহলি

আপনজন ডেস্ক: দুজনই ক্রীড়াজগতের বড় তারকা। দুজনের নামের পাশেই প্রতিনিয়ত যোগ হয় রেকর্ড। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো বল পায়ে গোলের পর গোল করেন, বিরাট কোহলি ব্যাট হাতে হয়ে ওঠেন 'রান মেশিন'। রোনাল্ডো-কোহলি যদি একসঙ্গে কোথাও যোগ দেন, তাহলে রেকর্ড বইয়ে যে বড় ঝড়ই উঠবে, সেটা বোধ হয় না বললেও চলে।
কিন্তু রোনাল্ডো একজন ফুটবলার আর কোহলি একজন ক্রিকেটার। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, দুজনের একসঙ্গে যোগ দেওয়ার প্রসঙ্গ আসছে কেন? ধন্দে পড়ার কোনো কারণ নেই।
রোনাল্ডো বা কোহলি নিজ নিজ খেলা ছেড়ে অন্য কোথাও যাচ্ছেন না। বরং দুই তারকা প্রথমবারের মতো একসঙ্গে হাজির হচ্ছেন অনলাইন আড্ডায়। সেই আড্ডা নেট-দুনিয়ায় আগুন ধরাবে বলে এরই মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে কোহলির আইপিএল দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।
সম্প্রতি 'ইউআর ক্রিস্টিয়ানো' নামে ইউটিউব চ্যানেল খুলেছেন রোনাল্ডো, যা সামনে নিয়ে এসেছেন গত ২১ আগস্ট।
চ্যানেলটি উন্মুক্ত হওয়ার পর থেকেই সাবসক্রাইব করতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন পর্তুগিজ তারকার ভক্তরা। প্রথম দিনেই অনুসারীর সংখ্যা পৌঁছায় ১ কোটি ৯৭ লাখে, যা নাম লিখিয়েছে গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে।
সেখানেই থেমে নেই। হু হু করে বেড়েই চলছে রোনাল্ডোর চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার। বাংলাদেশ সময় আজ দুপুর ১২টা পর্যন্ত 'ইউআর ক্রিস্টিয়ানো' ইউটিউব চ্যানেলে সাবসক্রাইবারের সংখ্যা ৫ কোটি ৫২ লাখ ছাড়িয়েছে।
চ্যানেলটিতে তিনি এখন পর্যন্ত ২৭টি ভিডিও আপলোড করেছেন। নতুন এ চ্যানেলে প্রথম দিনই প্রেমিকা জর্জিনা রদ্রিগেজকে নিয়ে ভিডিও শেয়ার করেছেন রোনাল্ডো। এর এক সপ্তাহ পর সাবেক ইংলিশ ফুটবলার রিও ফার্ডিনান্ডের সঙ্গে আড্ডার একটি ভিডিও প্রচার করেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী তারকা।
প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভিডিও দিয়ে নিজের অজানা দিক ও জীবনযাপন তুলে ধরছেন তিনি।
তবে গতকাল রাতে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের একটি পোস্ট নতুন করে হইচই ফেলে দিয়েছে। দলটির পোস্ট করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি ভিডিও সেটআপে রোনালদোর পাশে বসে আছেন কোহলি। একে অন্যজনের দিকে তাকিয়ে। ছবির ক্যাপশনে তারা লিখেছে, 'বিরাট কোহলি x ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো = গোট (সর্বকালের সেরা) স্কয়ার। এটা মিস করার সাহস আছে? এ জুটি ইন্টারনেটে আগুন ধরিয়ে দেবে।'
ছবিতে দেখা যাচ্ছে, তাঁদের সামনে রাখা মাইক্রোফোন দুটিতে রোনাল্ডোর ইউটিউব চ্যানেলের লোগো। পেছনে রোনাল্ডোর দুটি জার্সি (একটি আল নাসরের, আরেকটি পর্তুগালের)। এর অর্থ, রোনাল্ডোর ইউটিউব চ্যানেলে অতিথি হচ্ছেন কোহলি। তবে দুই তারকার কথোপকথনের ভিডিও কবে আসবে, সেটা জানায়নি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ধারণা করা হচ্ছে, প্রতি বুধবারের সূচি মেনে ৪ সেপ্টেম্বর আসতে পারে বহুল কাঙ্ক্ষিত ভিডিওটি।

৯ বছর অক্ষত রাখা গেইলের রেকর্ড ভেঙে দিলেন পুরান

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ও ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টিতে এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে ১৩৫টি ছক্কা মেরে এতদিন রেকর্ডটি ছিল ক্রিস গেইলের। এবার সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন গেইলের স্বদেশী নিকোলাস পুরান। ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হয়ে ৯ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন ২৮ বছর বয়সী এ ব্যাটার।
গতকাল সিপিএলে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হয়ে ৯ ছক্কা মেরেছেন পুরান। এখন এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে পুরানের মোট ছক্কা ১৩৯টি। যদিও ২০২৪ সাল শেষ হতে এখনো চার মাস বাকি। রেকর্ড ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে পুরানের।
চলতি বছর এর মধ্যে মোট ৮টি দলের জার্সি গায়ে জড়িয়েছেন পুরান।
ছাড়িয়েছেন গেইলকেও। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের পাশাপাশি ডারবান সুপার জায়ান্টস, লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস, এমআই এমিরেটস, এমআই নিউইয়র্ক, নর্দার্ন সুপারচার্জারস এবং রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলেছেন তিনি।
এক বছরে ১০০ এর বেশি ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ড আছে ৮টি। এর মধ্যে ৬টি গেইলের।
বাকি দুইটি রাসেল ও পুরানের। ২০১৯ সালে রাসেল মেরেছিলেন ১০১ ছক্কা। আর এই বছর পুরান শুধু ১০০ ছক্কা মারেননি, রেকর্ড ভেঙে দিলেন গেইলেরও।

লর্ডসে আবারও অ্যাটকিনসন রাজ, ইংল্যান্ডের সিরিজ জয়

আপনজন ডেস্ক: টেস্ট অভিষেক হয়েছে এখনো দু মাস পার হয়নি। ৬ সপ্তাহের মধ্যে খেলেছেন পাঁচটি টেস্ট। এর মধ্যে দুটিই লর্ডসে, যেখানে খেলার এবং অনার্স বোর্ডে নাম লেখানোর স্বপ্ন থাকে যে কোনো টেস্ট ক্রিকেটারেরই। গাস অ্যাটকিনসন শুধু খেলেননি, মাত্র দুই টেস্টেই লর্ডসের মর্যাদাপূর্ণ অনার্স বোর্ডে নাম লিখিয়েছেন চারবার।
২৬ বছর বয়সী ইংলিশ পেসার চতুর্থ ও সর্বশেষ নাম লিখিয়েছেন আজ। যে দিনে বল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বল হাতে নিয়েছেন ৫ উইকেট, তাঁর দল ইংল্যান্ড ম্যাচ জিতেছে ১৯০ রানের বড় ব্যবধানে। অ্যাটকিনসনদের এ জয়ে তিন টেস্টের সিরিজে এক ম্যাচ হাতে রেখে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জয়ও নিশ্চিত করেছে ইংলিশরা।
অ্যাটকিনসন জুলাইয়ে লর্ডসে অভিষেক টেস্টেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ইনিংসে নিয়েছিলেন মোট ১২ উইকেট (৭ ও ৫)। দুই ইনিংসেই ন্যূনতম পাঁচ উইকেট থাকায় অনার্স বোর্ডে নাম যুক্ত হয়েছিল দুবার। এবার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে নাম লেখান সেঞ্চুরির মাধ্যমে। ব্যাট হাতে খেলেন ১১৮ রানের ইনিংস।
ম্যাচটা যে ইংল্যান্ড জিততে চলেছে, সেটি পরিষ্কার হয়ে যায় তৃতীয় দিনের খেলা শেষেই। কারণ শ্রীলঙ্কা চতুর্থ ইনিংসে ৪৮২ রান তাড়া করতে নেমে ওই দিনই ৫৩ রান তোলার পথে দুই উইকেট হারিয়ে বসে। আজ ম্যাচের চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের লক্ষ্য ছিল জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৮ উইকেট তুলে নেওয়া। অ্যাটকিনসনের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড সেটিই সেরে নিয়েছে বিকেলের মধ্যে।
শ্রীলঙ্কার হয়ে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেছেন দিনেশ চান্দিমাল (৫৮), দিমুথ করুনারত্নে (৫৫), ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা (৫০) ও মিলন রত্নায়েকেরা (৪৩)। এঁদের মধ্যে করুনারত্নে বাদে বাকি তিনজন এবং কামিন্দু মেন্ডিসকে তুলে নিয়েছেন অ্যাটকিনসনই। আগের দিন নিশান মাদুশকার উইকেটও তুলে নেওয়ায় ইনিংসে অ্যাটকিনসনের বোলিং ফিগার দাঁড়ায় ১৬-৪-৬২-৫।
অনুমিতভাবেই ম্যাচসেরার পুরস্কার উঠেছে অ্যাটকিনসনের হাতে। ডানহাতি এ পেসার ব্যাটিং, বোলিং দুই বিভাগেই একই টেস্টে ভালো করার অনুভূতি জানিয়েছেন এভাবে—'এর চেয়ে বেশি কিছু চাইতে পারতাম না। লর্ডসে দুই অনার্স বোর্ডেই (ব্যাটিং ও বোলিং) নাম লেখাতে পারাটা অবিশ্বাস্য অনুভূতির।'
ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১০ সেপ্টেম্বর ওভালে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
ইংল্যান্ড: ৪২৭ ও ২৫১ (রুট ১০৩, ব্রুক ৩৭, স্মিথ ২৬, ডাকেট ২৪; আসিতা ৩/৫২, লাহিরু ৩/৫৩)।
শ্রীলঙ্কা: ১৯৬ ও ২৯২ (চান্ডিমাল ৫৮, করুনারত্নে ৫৫, ধনাঞ্জয়া ৫০, রত্নায়েকে ৪৩, ম্যাথুজ ৩৬; অ্যাটকিনসন ৫/৬২, ওকস ২/৪৬, স্টোন ২/৫৬)।
ফল: ইংল্যান্ড ১৯০ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: গাস অ্যাটকিনসন

ইস্টবেঙ্গলকে টাইব্রেকারে হারিয়ে লখনউ ডুয়েল জয় মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের

আপনজন ডেস্ক: লখনউয়ে 'বাদশাহী আংটি' ছিনিয়ে নিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ইস্টবেঙ্গলকে টাইব্রেকারে ৩-২ হারিয়ে চিফ মিনিস্টার কাপ জিতল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফল ছিল ১-১। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হয়ে গোল করেন সুহেল আহমেদ ভাট। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল করেন মহম্মদ আশিক। ৮২ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ইস্টবেঙ্গলের তরুণ উইঙ্গার সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। টাইব্রেকারে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল করতে ব্যর্থ হন তন্ময় দাস, পি ভি বিষ্ণু ও মহম্মদ মুশারফ। তন্ময় ও বিষ্ণুর শট বাইরে চলে যায়। মুশারফের শট সেভ করে দেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের গোলকিপার অভিষেক বালোয়ারি। টাইব্রেকারে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের হয়ে গোল করেন সের্তো কম, আদিল আবদুল্লা ও রবি রানা। শিবাজিৎ সিং ও কাস্টানার শট সেভ করে দেন ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার আদিত্য পাত্র। কিন্তু তাঁর পক্ষে দলকে জেতানো সম্ভব হয়নি।
লখনউয়ের কে ডি সিং বাবু স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকেই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের দাপট ছিল। ২৩ সেকেন্ডের মধ্যে গোল করে ফেলেছিলেন সুহেল। কিন্তু অফসাইডের জন্য সেই গোল বাতিল হয়নি। তবে গোল পাওয়ার জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৮ মিনিটে সালাহউদ্দিনের ফ্রি-কিক থেকে গোল করেন সুহেল। ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দলের কোচ বিনো জর্জ কলকাতা লিগে নিয়মিত খেলা বেশিরভাগ ফুটবলারকেই প্রথম একাদশে রাখেননি। কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের কথা মাথায় রেখে চোট এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেন তিনি।
শুরু থেকেই দায়সারা ফুটবল খেলতে থাকে ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডেরই আক্রমণ বেশি ছিল। সায়ন পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামার পর ইস্টবেঙ্গল পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। ৭১ মিনিটে আমন সি কে-র মাইনাস থেকে গোল করেন আশিক। ১০ জনে হয়ে যাওয়ার পর মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট রক্ষণে চাপ তৈরি করে লাল-হলুদ ব্রিগেড। সেই সময় একাধিক সুযোগ নষ্ট হয়। না হলে জয় পেতে পারত ইস্টবেঙ্গল।
লখনউয়ে কলকাতা ডার্বি আয়োজন করা হল বটে, কিন্তু যে মাঠে ম্যাচ হল সেখানে অনেক জায়গাতেই ঘাস নেই। ঘাস ঠিকমতো ছাঁটাও হয়নি। মাঠে বাউন্স অসমান। এরই মধ্যে দুই দলের তরুণ ফুটবলাররা লড়াই করলেন। কেউ চোট পাননি, এটাই সবচেয়ে বড় স্বস্তি।

আপনজন: পুলিশ দিবস উপলক্ষে হুগলি গ্রামীন পুলিশ জেলার দাদপুর থানার উদ্যোগে আয়োজিত হয় মৈত্রী কাপ ২০২৪।
এই অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন সপ্তগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত, ধনিয়াখালি বিধানসভার বিধায়িকা অসীমা পাত্র, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রিয়ব্রত বক্সী, ইন্সপেক্টর অসীম সরকার, দাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অভিষেক চৌধুরী,পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মালতি হাঁসদা ব্লক সভাপতি সুভাষ ঘড়া সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। ছবি ও তথ্য: সেখ আব্দুল আজিম

লা লিগায় গোল করে এমবাপ্পে, 'সারা জীবনই গোল করেছি, ভবিষ্যতেও করব'

আপনজন ডেস্ক: লা লিগায় টানা তিন ম্যাচ গোলহীন থাকার পর চতুর্থ ম্যাচে এসে গোলের দেখা পেয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। আলোড়ন তুলে রিয়ালে যোগ দেওয়া এই ফরোয়ার্ড কাল রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে দুটি গোল করেছেন। বেতিসের বিপক্ষে রিয়ালের জয়ের ব্যবধানও ২-০।
ম্যাচের পর এমবাপ্পে বলেছেন, 'আমার মধ্যে যে চাপ ছিল, সেটা ছিল দলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার। আমি সারা জীবনই গোল করেছি, ভবিষ্যতেও করব। গোল আসবেই। টানা তিন ম্যাচে গোল না পাওয়াটা আমার জন্য বড় ব্যাপারই ছিল। কিন্তু এমনটা হতেই পারে। আমার ওপর সতীর্থদের আত্মবিশ্বাস আছে।' রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার পর এমবাপ্পের প্রথম ম্যাচ ছিল উয়েফা সুপার কাপে। গত মাসে আতালান্তার বিপক্ষে ম্যাচটিতে গোল করেছিলেন তিনি। কিন্তু লা লিগায় মায়োর্কা, রিয়াল ভায়াদোলিদ ও লাস পালমাসের বিপক্ষে গোলহীন ছিলেন এমবাপ্পে। চাপের কারণেই এমন হচ্ছে কি না প্রশ্নও শুনতে হয়েছিল এমবাপ্পেকে। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে বেতিসের বিপক্ষে সেই চাপই উড়িয়ে দিয়েছেন ২৫ বছর বয়সী ফরাসি ফরোয়ার্ড। ম্যাচের ৬৭ মিনিটে গোল করেছেন ফেদেরিকো ভালভের্দের পাস থেকে। ৮ মিনিট পর নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন পেনাল্টি থেকে।
ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে চাপ বিষয়ক প্রশ্নের জবাবে এমবাপ্পে বলেন, 'কোনো চাপ নেই। এটাই ফুটবল। আমার সামর্থ্য আছে। আমি এখানে কিলিয়ান হতে এসেছি। কোনো চাপ নেই। আমি আনন্দিত। আমি কাজ করতে চাই।' ম্যাচে গোল লক্ষ্য করে মোট ৯টি শট নিয়েছেন এমবাপ্পে। এরপরও গোলের দেখা পেতে ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। রিয়াল মাদ্রিদ টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রথম গোলের মুহূর্ত সম্পর্কে এমবাপ্পে বলেন, 'এটা দুর্দান্ত মুহূর্ত ছিল। ঐতিহাসিক এই স্টেডিয়ামে আমি গোলের অপেক্ষায় ছিলাম। সমর্থকেরা আমাকে দারুণ সহায়তা করেছে। এমনকি যখন গোল করিনি, তখনো।'
লা লিগায় চতুর্থ রাউন্ড শেষে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে রিয়াল মাদ্রিদ। ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। আর রিয়ালের মতো সমান পয়েন্ট নিয়েও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে আতলেতিকো মাদ্রিদ তিন এবং ভিয়ারিয়াল চারে অবস্থান করছে।

পাকিস্তানের মাটিতে হাসানের অনন্য কীর্তি

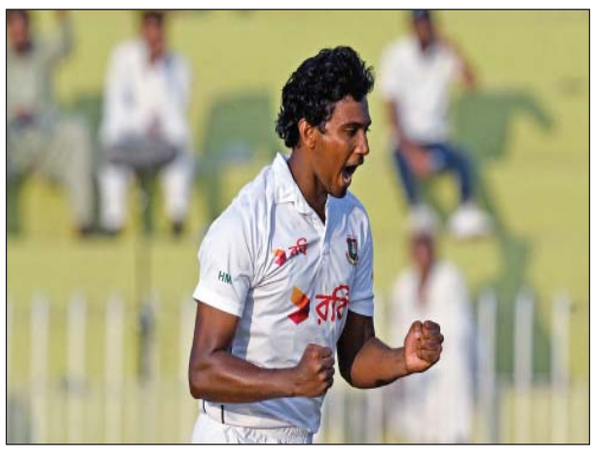

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের মাটিতে অনেক প্রথমের স্বাক্ষী হচ্ছে বাংলাদেশ। সব সংস্করণ মিলিয়ে প্রতিপক্ষের মাটিতে প্রথম জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। সিরিজের প্রথম টেস্টে প্রতিপক্ষকে ১০ উইকেটে হারিয়ে। সব মিলিয়ে টেস্টে তাদের বিপক্ষে প্রথম জয়ও। এবার সিরিজ জয়েরও সুযোগ পাচ্ছে বাংলাদেশ।
এর জন্য অবশ্য দ্বিতীয় টেস্টে ১৮৫ রান করতে হবে বাংলাদেশকে। তাহলেই প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের মাটিতে তাদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জিতবে বাংলাদেশ। দুই টেস্টের সিরিজ জিতে রেকর্ড গড়তে পারবে কিনা সেটা জানতে অবশ্য অপেক্ষা করতে হবে।
তবে দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানকে ১৭২ রানে অলআউট করে একটা রেকর্ড ইতিমধ্যে গড়েছেন বাংলাদেশের পেসার হাসান মাহমুদ।
বাংলাদেশের প্রথম পেসার হিসেবে পাকিস্তানের মাঠে ৫ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড। রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৩ রানে ৫ উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষের মাঠে সেরা বোলিংয়ের কীর্তি গড়েছেন তিনি। নিজের ক্যারিয়ারেরও সেরা বোলিং ২৪ বছর বয়সি পেসারের। আগের সেরা বোলিং ছিল এ বছরের শুরুতে চট্টগ্রাম টেস্টে ৬৫ রানে ৪ উইকেট, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
পাকিস্তানের মাঠে হাসানের আগে পেস বোলার হিসেবে সেরা বোলিং ছিল খালেদ মাহমুদ সুজনের। ২০০৩ সালে মুলতান টেস্টে ৩৭ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন সাবেক অধিনায়ক। পেস-স্পিন মিলিয়ে তৃতীয় বোলার হিসেবে পাকিস্তানের মাঠে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন হাসান। এর আগে প্রথম টেস্টে দ্বিতীয় বোলার হিসেবে এই কীর্তি গড়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ।
আর প্রথম কীর্তির মালিক হচ্ছেন মোহাম্মদ রফিক। বাঁহাতি স্পিনার এই কীর্তি দুইবার গড়েছেন। ২০০৩ সালে পেশোয়ারে ১১৮ রানে ৫ উইকেট নেওয়ার পর ওই সফরেই মুলতান টেস্টে ৫ উইকেট নেন ৩৬ রানে। বাংলাদেশি বোলারদের মধ্যে যা পাকিস্তানের মাঠে সেরা বোলিং।
দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের ১০ উইকেটই বাংলাদেশের পেসাররা নিয়েছেন। যা বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসে প্রথম। হাসানের ৫ উইকেটের বিপরীতে ৪ উইকেট নাহিদ রানার। আর বাকি উইকেটটি তাসকিন আহমেদের। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তৃতীয়বারের মতো ১০ উইকেট নিয়েছেন পেসাররা। এর আগের দুটিই ওয়ানডেতে। একটি আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে অন্যটি নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে।

লিভারপুল ছাড়ার ইঙ্গিত দিলেন সালাহ

আপনজন ডেস্ক: ওল্ড ট্রাফোর্ডে ১০ম গোল করেছেন মোহাম্মদ সালাহ। রোববার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটিতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তাঁর দল লিভারপুল। ১টি গোল করে ও লুইস দিয়াজকে দিয়ে ২টি গোল করিয়ে ম্যাচসেরা হওয়া মিসরীয় তারকা ম্যাচ শেষে মন খারাপ হওয়ার মতোই খবর দিলেন লিভারপুল ভক্তদের। সালাহ জানালেন এ মৌসুম শেষেই বিদায় নেবেন অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি থেকে। ২০১৭ সালে লিভারপুলে যোগ দেওয়ার পর ২১৪ গোল করা সালাহ স্কাই স্পোর্টসকে বলেছেন নিজের ভাবনার কথা, 'গ্রীষ্মটা ভালোই কেটেছে, যেহেতু ক্লাবে আমার এটাই শেষ বছর তাই চেষ্টা করব বাকিটা সময়ও ইতিবাচক থাকার'। ৩২ বছর বয়সী সালাহর সঙ্গে লিভারপুলের চুক্তির মেয়াদ ফুরাবে এ মৌসুম শেষেই। সেই মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে কোনো আলোচনা এখনো হয়নি সালাহ ও লিভারপুল কর্তৃপক্ষের। কোথায় যাবেন তা অবশ্য এখনো জানাননি সালাহ, 'আমি সময়টা উপভোগ করতে চাইছি। এ (লিভারপুল ছাড়া) নিয়ে ভাবতে চাচ্ছি না। দেখি আগামী বছর কী হয়।' ওল্ড ট্রাফোর্ডে টানা সাত ম্যাচে গোল করা সালাহ জানালেন ক্লাবের কেউ এখনো চুক্তি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেনি, 'সত্যি বলছি এটাই হয়তো ওল্ড ট্রাফোর্ডে আমার শেষ ম্যাচ হতে যাচ্ছে ধরেই খেলতে নেমেছি। ক্লাবের কেউ চুক্তি নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেনি। এটা তো আমার বিষয় নয়, ক্লাবের বিষয় এটি।' ২০২২ সালে বার্ষিক প্রায় ২.৪ কোটি ডলারে লিভারপুলের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করেন সালাহ। ২০২০ সালে প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলকে প্রথম শিরোপা পেদত বড় ভূমিকা ছিল সালাহর।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**